আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
২৯ ভাদ্র ১৪৩১
১০ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 250 ■ Daily APONZONE ■ 14 September 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

অসমে উচ্ছেদ অভিযানে পুলিশের গুলিতে দুই মুসলিম কিশোর নিহত

আপনজন ডেস্ক: ভারতের আসামে উচ্ছেদ অভিযানের সময় পুলিশের গুলিতে দুই মুসলিম কিশোর নিহত হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে গুয়াহাটির উপকণ্ঠে সোনাপুর রাজস্ব সার্কেলের অন্তর্গত কচুতলি গ্রামে।
জুবাহির আলি ও হায়দার আলি নামের দুই বাংলাভাষী মুসলমান পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে হাসপাতালে মারা যান। এতে একজন ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সদস্যসহ এক ডজনেরও বেশি আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় পুলিশের দুটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে এবং শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ ছিল।
ঘটনাস্থলে সংবাদমাধ্যমকে এক সরকারি আধিকারিক বলেন, আমরা যখন সরকারি জমি দখলমুক্ত করছিলাম, তখন তারা (গ্রামবাসীরা) প্রতিরোধ করেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের অনেকে লাঠি ও পাথর নিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করে। তাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, উচ্ছেদ অভিযান সোমবার থেকে বুধবার পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে চললেও বৃহস্পতিবার গ্রামবাসীরা আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীদের মুখোমুখি হওয়ায় তা হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। আগে জমি পরিষ্কার করা হলেও গ্রামবাসীরা ফের জমি দখল করে নেয়। শুক্রবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে আসাম পুলিশের মহাপরিচালক জিপি সিং বলেন, সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় কিছু নির্মাণ কাজ চলছে। এটি নির্ধারিত হয়েছিল যে বসতি স্থাপনকারী এবং যারা এই অঞ্চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তারা সুরক্ষিত শ্রেণির সদস্য ছিল না। তিনি বলেন, ‘সরকার উচ্ছেদ অভিযানের নির্দেশনা দিয়েছিল। ওই এলাকায় সাত দিন মাইকিং করার পর এই অভিযান চালানো হয়। বুধবার পর্যন্ত ১৫১টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং ২৪০ বিঘা জমি পরিষ্কার করা হয়েছে। এদিকে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জানিয়েছে, লামডিং ডিভিশনের দিগারু-তেতেলিয়া সেকশনে ৩০০ থেকে ৪০০ জন উচ্ছেদ হওয়া যাত্রী রেললাইনে আসায় দুই ঘণ্টা রেল চলাচল ব্যাহত হয়।

সাগর দত্তে ১৫ দলিত, মুসলিম ডাক্তারি ছাত্রকে ‘সাসপেন্ড’ ঘিরে নতুন বিতর্ক!

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: কলকাতার সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজের ১৫ জন শিক্ষার্থীকে হোস্টেল এবং কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ‘সাসপেন্ড’ করার অভিযোগ উঠেছে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। আরজি কর কাণ্ডের আবহে আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদকে ঢাল করে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজের জুনিয়র এমবিবিএস শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে একাধিক ব্যবস্থার নেওয়ার অভিযোগ সামনে আসছে। জানা গিয়েছে, গত ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিন সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজের দুর্নীতি, থ্রেট কালচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ তুলে তিনজন অধ্যাপক চিকিৎসকের পদত্যাগের দাবিতে মেডিকেল কাউন্সিলের বৈঠক চলছিল অধ্যক্ষের ঘরে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রেসিডেন্সিয়াল ডাক্তার এবং পিজিটি’রা। জুনিয়র এমবিবিএস শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ওই বৈঠকে কিছু বহিরাগতরাও ছিল। শিক্ষক দিবস পালনের জন্য সেই সময় কলেজরই কিছু ইন্টার্ন সিনিয়রদের কথামতো অন্যান্য জুনিয়র ব্যাচের ছাত্ররা ফুল, মিষ্টি, গিফট নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন। যদিও অধ্যক্ষের ঘরে থাকা রেসিডেন্সিয়াল ডাক্তার এবং পিজিটি’রা জুনিয়ার শিক্ষার্থীদের ঢুকতে বাধা দেন। অভিযোগ ওঠে জুনিয়ররা তাদেরকে মারার জন্য জড়ো হয়েছে। জুনিয়র এমবিবিএস শিক্ষার্থীরা এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করে জানান, তারা শিক্ষক দিবস পালন করতে এসেছেন। পরিস্থিতি জটিল হলে এই ঘটনায় দুপক্ষের মধ্যে স্লোগানিং শুরু হয়। এ সময় হই হট্টগোলের মাঝে এক জুনিয়র এমবিবিএস ছাত্রের হাত লেগে অধ্যক্ষের ঘরের দরজার একটি কাচ ভেঙে যায়। জুনিয়র এমবিবিএস শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, এই কাচ ভাঙাকে ব্যবহার করে চেস্ট মেডিসিনের পিজিটি মনোজিৎ মুখার্জী স্থানীয় কামারহাটি থানায় ১৫ জন শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন, যেখানে ভাঙচুর এবং খুনের চেষ্টার মতো অভিযোগও আনা হয়েছে জুনিয়র শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ১৫ জনের মধ্যে বেশিরভাগই ‘সংখ্যালঘু, দলিত এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের। তাদের সঙ্গে কথা বলার পর তারা অভিযোগ জানান, ওই ঘটনা নিয়ে কোনও তদন্ত ছাড়াই ঘটনার পর দিন অর্থাৎ ৬ সেপ্টেম্বর কলেজ অধ্যক্ষের তরফে নির্দেশিকা জারি করে ১৫ জন শিক্ষার্থীকে হোস্টেল থেকে ‘সাসপেন্ড’ করা হয়। এরপর ৭ সেপ্টেম্বর পুনরায় অধ্যক্ষের তরফে নির্দেশিকা জারি করে কলেজ ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।
এ বিষয়ে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. পার্থ প্রতিম প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ‘আপনজন’কে বলেন, “সাসপেন্ড নয় ‘লিভ দি হোস্টেল’, ‘লিভ দি ক্যাম্পাস’-এর কথা বলা হয়েছে। কারণ, কয়েকজনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ইনকোয়ারি কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। অভিযোগ মিথ্যা হলে ছাত্ররা ফিরে আসবে। আমরা ছাত্রদের বিরুদ্ধে নয়। যেহেতু অভিযোগ উঠেছে তাই এই পদক্ষেপ। আর আমরা কোনও রকম সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী দেখি না, আমাদের চোখে সকলেই ডাক্তারি পড়ুয়া।’
‘সাসপেন্ড’ হওয়া শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, ‘শিক্ষক দিবসের দিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না সৌমিত্র প্রামানিক, সৌরভ দোলাই এবং আদিল নওয়াজরা। এছাড়াও ওইদিন হই হট্টগোলের মধ্যে একেবারে পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা আনসারুল হক , কাশিফ কাইজার, মোস্তাফিজুর রহমান সায়ন্তন মণ্ডল, প্রীতম বৈরাগী, সৌরভ চৌধুরী, মরিসন মান্ডিদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।’ তালিকায় আছেন সৌরভ ঘোষ, অনিকেত দাস, সুদীপ সামন্ত, নিলিমেশ মজুমদার, শুভ্র পালরা। এই ঘটনায় সংখ্যালঘু দলিত আদিবাসী ছাত্ররা এসসি, এসটি কমিশন ও সংখ্যালঘু কমিশনে ইমেল মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও এখনও কোনও উত্তর পাননি তারা, বরং ‘সাসপেন্ড’ অব্যাহত আছে। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ‘সাসপেন্ড’ হওয়া ১৫ জন শিক্ষার্থীকে কলেজ ইনকোয়ারি কমিটি ডেকেছে বলে জানিয়েছেন অভিযুক্ত শিক্ষার্থীরা। যদিও কোনও রকম তদন্ত ছাড়াই কেন সাসপেন্ড তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আরজি কর কাণ্ডকে ঢাল করে প্রতিবাদী মুখগুলোকে বেছে বেছে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা চলছে কিনা তা নিয়েও জুনিয়র শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন তুলেছেন। পড়াশোনা, ক্লাস নিয়েও চিন্তিত অভিযুক্ত পড়ুয়ারা। অন্যদিকে সম্প্রতি কলেজের জুনিয়র এমবিবিএস ছাত্র আনসারুল হক, মোস্তাফিজুর রহমান, মরিসন মান্ডিদের নাম এবং ছবি ব্যবহার করে নর্থ বেঙ্গল লবির বীরুপাক্ষের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়েছে হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। যদিও এটি ফেক বলে দাবি করে, এর মধ্যে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন আনসারুল হকরা। তারা জানান, এক সময় তারাই জোট বেঁধে হোস্টেল সমস্যা, ইফতার মজলিশ সহ সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য শেষমেশ সাগর দত্ত মেডিকেলে নর্থ বেঙ্গল লবির ক্ষমতাশালী কলেজ সিন্ডিকেটের মূল পাণ্ডা বীরুপাক্ষ বিশ্বাসকে পুলিশ ডেকে হোস্টেল থেকে বের করে দেওয়া হয়। যারা বীরুপাক্ষকে হোস্টেল থেকে বের করে দিয়েছেন তারাই কি করে বীরুপাক্ষের সঙ্গী হয়, সেই প্রশ্ন তুলেছেন ‘সাসপেন্ড’ হওয়া ডাক্তারি পড়ুয়ারা। এই অপচেষ্টা ও ফেক নিউজের বিরুদ্ধে লালবাজার এবং ব্যারাকপুর সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে জানিয়েছেন দলিত, আদিবাসী এবং মুসলিম ছাত্ররা। এ বিষয়ে কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম প্রধান ‘আপনজন’কে জানান, ‘সোশ্যাল মিডিয়াতে কি হচ্ছে সেটা নিয়ে আমার কিছু বলার নেই।’

> “সাসপেন্ড নয় ‘লিভ দি হোস্টেল’, ‘লিভ দি ক্যাম্পাস’-এর কথা বলা হয়েছে, কারণ, কয়েকজনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ইনকোয়ারি কমিটি বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। অভিযোগ মিথ্যা হলে ছাত্ররা ফিরে আসবে। আমরা ছাত্রদের বিরুদ্ধে নয়। যেহেতু অভিযোগ উঠেছে তাই এই পদক্ষেপ। আর আমরা কোনও রকম সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী দেখি না। আমাদের চোখে সকলেই ডাক্তারি পড়ুয়া।”

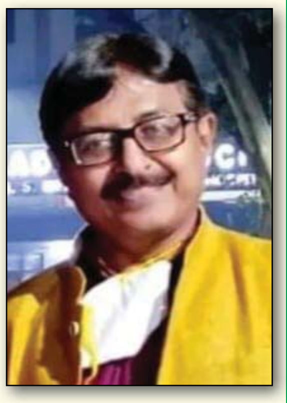

ডা. পার্থ প্রতিম প্রধান, অধ্যক্ষ
সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ

চিকিৎসকদের কর্মবিরতিতে মৃত ২৯ জনের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা দেবে সরকার: মমতা

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার ঘোষণা করেছেন, রাজ্য সরকার আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের চলমান ‘কর্মবিরতির’ কারণে চিকিৎসা না পেয়ে মারা যাওয়া ২৯ জনের প্রত্যেকের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স-এ লিখেছেন, ‘এটা দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক যে জুনিয়র ডাক্তারদের দীর্ঘদিন কাজ বন্ধ থাকার কারণে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার কারণে আমরা ২৯ টি মূল্যবান জীবন হারিয়েছি। মৃত পরিবারগুলিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে রাজ্য সরকার মৃত প্রত্যেকের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা প্রতীকী আর্থিক ত্রাণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।’ উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট সরকারি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত স্নাতকোত্তর প্রশিক্ষণার্থীর দেহ উদ্ধারের পর থেকে ‘কর্মবিরতিতে’ রয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে (আরতি ও ইউনিপন) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ 40% মার্কস।

HS পাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
MBBS, MD, Dip. Card
(Director)

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান

যোগাযোগ
6295 122937 / 93301 26912
9732 589 556

প্রথম নজর

প্রয়াত হলেন সাংবাদিক অনল আবেদিন

সারিউল ইসলাম ও হাসান বশির ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: প্রয়াত হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক অনল আবেদিন। (ইন্না লিল্লাহি...)। শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ শ্বাসকষ্টজনিত কারণে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর।
পরিবার সূত্রে খবর, শ্বাসকষ্টজনিত কারণে তিনদিন আগে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। বৃহস্পতিবার কিছুটা সুস্থ হতেই বাড়ি ফেরেন। শুক্রবার দুপুরের পর আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সন্ধ্যা নাগাদ সেখানেই মৃত্যু হয় তার।
আনন্দবাজারে কয়েক দশক ধরে তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার প্রংবাদদাতা হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। মুর্শিদাবাদ জেলার বর্ষীয়ান সাংবাদিক, চিন্তাবিদ তথা মুর্শিদাবাদের নানা সামাজিক আন্দোলনের বিশেষ মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন তিনি।
শনিবার সকালে রবীন্দ্র সদনে তার দেহ শায়িত থাকবে। পরে দৌলতাবাদ থানার ঘোষপাড়া নওদাপাড়ায় গ্রামের বাড়িতে দেহ নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে দুপুরে জোহরের নামাজের পর জানাজার মাধ্যমে শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছে তার পরিবার। তার স্ত্রী তন্দ্রা বিশ্বাস, দুই কন্যা অন্বেষা আবেদিন ও বর্ণমালা আবেদিন বর্তমান।

কন্যাশ্রী প্রকল্পে জেলার মধ্যে প্রথম দেগঙ্গা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ড্রিম প্রজেক্টগুলির মধ্যে অন্যতম একটি হলো কন্যাশ্রী প্রকল্প। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্প আজ বিশ্ববন্দিত জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির মধ্যে অন্যতম একটি।২০২৩-২০২৪ বর্ষে কন্যাশ্রী প্রকল্পে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছে দেগঙ্গা ব্লক।এই ব্লকের মধ্যে মোট ৬৮ টি মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, জুনিয়র হাই স্কুল,মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং কলেজে কন্যাশ্রী প্রকল্প চলে।২০২৩-২০২৪ বর্ষে এই ব্লকে কন্যাশ্রী-১(কে-১)-এ নতুন করে কন্যাশ্রী হয়েছে ২৫০৭ টি।এই সময়ের মধ্যে রিনিউয়াল হয়েছে ৬২৬১ টি।আর কন্যাশ্রী-২(কে-২)-তে আবগ্রেডেশন হয়েছে ১৭৮১ টি।এই সময়ের মধ্যে নতুন হয়েছে ১১ টি।ভালো কাজ, সময়ের মধ্যে এন্ট্রি করে কাজ তোলা,সচেতনতামূলক ইত্যাদি কাজের জন্য এই পুরস্কার।এই ব্লকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ২৪ টি কন্যাশ্রী ক্লাব আছে।প্রতিটি কন্যাশ্রী ক্লাবে কমপক্ষে ১০ জন করে ছাত্রী থাকবে।ক্লাবে এর বেশি ছাত্রী থাকলেও কোনও অসুবিধা নেই।দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ এনামুল মোল্লা বলেন,এই পুরস্কার আমাদের কাছে গর্বের বিষয়।ব্লকের সব স্কুলের সহযোগিতাতেই আজকে আমাদের এই ব্লক কন্যাশ্রী প্রকল্পে জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছে।এই স্তরের সকল স্কুল,কলেজের প্রধানকে আমাদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই।

আরজিকর কাণ্ডের প্রতিবাদে শিক্ষারত্ন ফেরাচ্ছেন মোস্তফা

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ হিসেবে রাজ্য সরকারের শিক্ষারত্ন ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া হাজি আলম বক্স সিনিয়র মাদ্রাসার প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গোলাম মোস্তাফা সরকার।
প্রসঙ্গত আর জি কর কাণ্ডে উত্তাল বাংলা। একমাসের বেশি সময় ধরে কর্মবিরতিতে জুনিয়ার ডাক্তাররা। তিনদিন ধরে স্বাস্থ্যভবনের সামনে চলছে অবস্থান। তবে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার বিচার চেয়ে সরব হয়েছে সবমহল। প্রত্যেকে নিজের মতো করে প্রতিবাদ করছেন, রাস্তায় নামছেন। সকলের দাবি একটাই, নির্যাতিতার বিচার চাই।
সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া অর্জিকরে অভোয়া কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার বহরমপুরে সাংবাদিক বৈঠক করে শিক্ষা রত্ন সম্মান ফিরিয়ে দিলো অবসরপ্রাপ্ত গুনি শিক্ষক গোলাম মুস্তাফা সরকার।
জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালে শিক্ষারত্ন পুরস্কার পান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের বাসিন্দা গোলাম মোস্তাফা সরকার। স্মারকের পাশাপাশি পুরস্কার স্বরূপ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে স্মারক ও ২৫ হাজার ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে জেলাশাসক ও স্কুলশিক্ষা দপ্তরে তিনি মেলও করেছেন বলে খবর।

উপচে পড়া ভিড় ইউসুফ পাঠানের ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভায়

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন: ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভায় উপছে পড়ল মানুষের ভিড়। শুক্রবার বড়ঞা থানার জালিবাগান এলাকায় ওই সভা করা হেয়ছিল। সেখানে বহরমপুর সাংসদ ইউসুফ পাঠান মানুষকে ধন্যবাদ জানানোর সাথে আগামীতে এলাকার সব ধরণের সমস্যা দূর করতে সচেষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন।
এদিনের সভায় হাজির ছিলেন বড়ঞা ব্লক উত্তর সভাপতি গোলাম মুর্শেদ,জেলা পরিষদ সদস্য দুধ কমল দাস, আনারুল হোসেন, তণমূল কংগ্রেস সহ- ব্লক সভাপতি মাহে আলম, শিক্ষার্থীদের সেল সভাপতি বুদ্ধদেব সাহা, ব্লক নেতৃত্ব আফসার আলী পল্টু সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও সভায় ব্যাপক জমায়েত হয়েছিল। বিকেল চারটে বাজতেই বহরমপুর সাংসদ ইউসুফ পাঠান সে খানে হাজির হোন। তিনি সভাস্থলে আসতেই সেখানে জনতার ঢল নামে। জনতার সাথে হাত মিলিয়ে সভামঞ্চে উঠেন সাংসদ। সেখানে তিনি বলেন, সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর এই এলাকায় এসে মানুষের উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলাম। এখানকার মানুষকে যে কথা দিয়েছি তা রাখার চেষ্টা করে যাবো । ইতিমধ্যে জেলার রেলগেট সমস্যা নিয়ে পার্লামেন্টে তুলে ধরা হয়েছে। রেলগেটের কাজও শুরু হওয়ার মুখে। পাট চাষিদের সমস্যার কথাও বলা হএয়ছে পাডরামেন্টে। এবার মুর্শিদাবাদ শিল্কের সমস্যার কথাও পার্লামেন্টে তুলে ধরা হবে। জেলায় অ্যাকাডেমি খোলার জন্য সব ধরণের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জমি পাওয়া গেলেই অ্যাকাডেমির কাজ শুরু হবে।বলে জানিয়েছেন বহরমপুর সংসদ ইউসুফ পাঠান।
এদিন দলের বব্লক সভাপতি গোলাম মুর্শিদ বলেন, এই দিন সভায় যা ভিড় হয়েছে তা আগে কোনদিন এমন অবস্থায় হয়নি বলে মনে হয়েছে। কয়েক হাজার মানুষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভায় হাজির ছিল।

ক্যানিং হাসপাতালের নিরাপত্তায় জোর

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন:প্রতিদিন রাতে ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতাল ও তার আশেপাশে এলাকায় চলছে জুয়া ও মদের আসর। তার মধ্যেই দিয়েই হাসপাতালে চিকিৎসারত চিকিৎসকদের যেমন যাতায়াত করতে হয় তেমনি কর্তব্যরত নার্সদের কাউকে ডিউটিতে যেতে হয় এবং ফিরতেও হয় কোয়াটারে। বারবার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হলেও কোনোভাবেই সেই সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা হয়নি। আর জি কর কাণ্ডের পর এবার নতুন করে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। শুক্রবার বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জোনাল রূপান্তর সেনগুপ্ত আসেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সেখানেই মূলত পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন ক্যানিংয়ের মহকুমা পুলিশ

আধিকারিক রাম কুমার মন্ডল, ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ,ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার পার্থ সারথী কয়াল,অতিরিক্ত সুপার বসুমিতা আঢ্যি, সৌরভ দাস সহ অন্যান্যরা। হাসপাতালের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে কোথায় কি সমস্যা রয়েছে তা নিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি হাসপাতালে পুলিশ মোতায়ন করা হবে বলে জানান পুলিশ আধিকারিক। বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে পরিদর্শনে এসেছিলেন স্পিকার এবং পুলিশ সুপার পলাশ ঢালী।

শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত চাইছে মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে বয়কট: মেয়র

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: রাজ্যপালকে পাল্টা আক্রমণ করলেন মেয়র ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠানে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে তার মূর্তিতে মাল্যদান করার পর রাজ্যপালকে তীব্র আক্রমণ করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের মুখ্যমন্ত্রীকে সামাজিক মাধ্যমে বয়কট করার মন্তব্য প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, চোরের মায়ের বড় গলা। যার বিরুদ্ধে মহিলা শীলতাহানির অভিযোগে এফ আই আর হয়েছে, তিনি একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে বয়কট করার কথা বলছেন। আসলে মহিলারা রাজ ভবনে যেতে ভয় পায়। যতদিন মোদী সরকার আছে ততদিনই তিনি নিরাপদে আছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে যারা পোস্ট করছেন, তাদের বাড়ির সামনে তৃণমূল কর্মীরা অবস্থান করছেন। এই বিষয়ে ফিরহাদ হাকিম জানান কারোর চরিত্র হরণ করা উচিত নয়। অমিত মালভ্য নেতৃত্বে যারা চরিত্র হরণ করার চেষ্টা করছে,সেটা মানুষ বুজতে

পেরেছে। তাই এখনও মুখ থুবড়ে পড়েছে। চরিত্র হরণ করে রাজনীতিতে বাঁচা যায় না। যারা চরিত্র হরণ করছে তাদেরকে ভগবান ক্ষমা করে দিক বলেন মেয়র ও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করার বিষয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন মমতা ব্যানার্জি ত্যাগের রাজনীতি করেছেন। এখনকার রাজনীতি দমন পীড়নের রাজনীতি। সারা বিশ্ব জুড়ে একটা অস্থিরতা চলছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টানা ২৬ দিন অনশন করেছিলেন। আর এখন দমন পীড়নের রাজনীতি হচ্ছে । মোদী সরকার গত দুবার শাসনের সময় দমন পীড়নের রাজনীতি করেছেন। তবে এখন বিচারের বাণী আর নীরবে কাঁদছে না। কারণ এখন বিরোধীরা বিচার পাচ্ছেন। বিচার ব্যবস্থা সেটা উপব্ধি করছেন। তাই সিবিআই -এর পর ইডি কেসেও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন পেয়েছেন। বিরোধী দের বিরুদ্ধে সিবিআই আর ই ডি যে সমস্ত কেস করেছে সেটা কোনো দিনই তারা প্রমাণ করতে পারবে না। তবে কেন যে তারা নিজেদের ক্রিডেন্টিয়াল নষ্ট করছে জানি না। নিজেদের প্রভুকে খুশি করার জন্য তারা এই সব করছে বলে সিবিআই এবং ইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

কংগ্রেস ছেড়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি যোগ দিলেন তৃণমূলে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে উত্তেজনা নমিনেশন জমা দিতে বাধা সহ একাধিক বিষয়ে ভাঙ্গড়ের পরের স্থান ছিল মুর্শিদাবাদের রানীনগর দুই ব্লক।তৃণমূল কংগ্রেসের তৎকালীন ব্লক সভাপতি শাহআলম ও বিধায়ক সৌমিক হোসেনের নেতৃত্বে পঞ্চায়েত নির্বাচন করলেও সাধারণ মানুষ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করে বাম কংগ্রেসের প্রার্থীদের জয়ী করে ছিলেন।একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত সহ পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল জোট।নির্বাচন শেষে বোর্ড গঠন নিয়ে হাই কোর্ট পর্যন্ত মামলা গড়ার।প্রথমে বোর্ড গঠনে কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী মোঃ কুদ্দুস আলী সভাপতি নির্বাচিত হয়।তার পরে স্থায়ী সমিতি গঠন নিয়ে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা,এমনকি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুদ্দুস জেল হাজত পর্যন্ত যায়।জেলে দেখা করতে যান কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী।তার পরে একাধিক মঞ্চ থেকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস কে বিভিন্ন ভাষায় আক্রমন করতে দেখা গিয়েছিল।সব রাগারাগি ভুলে শাসক দলেই নাম লেখালেন শুক্রবার বিকেলে ইসলামপুরে এক যোগদান সভায় পঞ্চায়েত সমিতির

সভাপতি কুদ্দুস। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুদ্দুস আলী বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখে তৃণমূলে যোগদান সাংসদ আবু তাহের খান ও বিধায়ক সৌমিক হোসেন সহ ব্লক সভাপতি মেবুব মুর্শিদের হাত ধরে ।আগামীদিনে সাধারণ মানুষের কাজ করবো এবং তৃণমূলের সঙ্গে থাকবো বলে জানান। বিধায়ক সৌমিক হোসেন জানান আমরা উন্নয়নের রাজনীতি করি তাই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুপ্রেরণায় কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন রানীনগর দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি।সাংসদ আবু তাহের খান বলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও ১৫ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য,পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ কয়েক হাজার কর্মী সমর্থকদের নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন । বিরোধী শূন্য হয়ে গেলো আবারও রানীনগর বিধান সভা।
রানীনগর দুই ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মমতাজ বেগম হীরা কুদ্দুস তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের পরেই সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, যেভাবে তৃণমূল রটাচ্ছে যে ১৫ থেকে ১৭ জন মেম্বার তৃণমূলে যোগদান করেছে সেটা মিথ্যা ,আর কেও উন্নয়ন করতে তৃণমূলে যোগদান করেনি, সবাই নিজের পকেটের উন্নয়ন করতে তৃণমূলে যোগদান করেছে। তবে সভাপতি কুদ্দুস আলী তৃণমূলে গিয়েছে কিন্তু কোনো ভোটারকে নিয়ে যেতে পারেনি আর পারবেও না।

ভিন রাজ্যে মুর্শিদাবাদের শ্রমিকের মৃত্যু

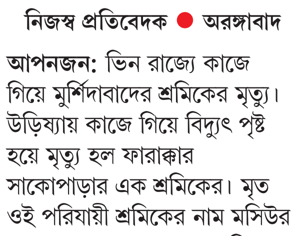

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মুর্শিদাবাদের শ্রমিকের মৃত্যু। উড়িষ্যায় কাজে গিয়ে বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ফারাক্কার সাকোপাড়ার এক শ্রমিকের। মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম মসিউর রহমান। বয়স ২০। তার বাড়ি ফরাক্কা থানার মহেশপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাঁকোপাড়া এলাকায়। মৃত্যুর খবর বাড়িতে পৌঁছাতেই কার্যত কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। দিন পাঁচেক আগেই পেটের টানে বাড়ি থেকে উড়িষ্যার সম্বলপুর কাজ করতে গিয়েছিলেন ওই যুবক। অন্য দিনের মতো বৃহস্পতিবারও কাজ চলাকালীন সময় হঠাৎ বিদ্যুৎ পৃষ্ট হয়ে যান ওই শ্রমিক। তড়িঘড়ি তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর পরেই দেহ বাড়ি নিয়ে আসার প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে পরিবারের পক্ষ থেকে। শ্রমিক যুবকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকাজুড়ে।

পাচার হওয়ার আগেই উদ্ধার বিপুল গাঁজা

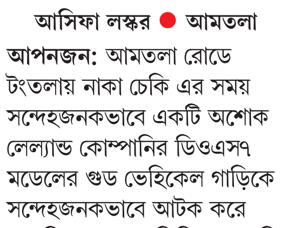

আসিফা লস্কর ● আমতলা

আপনজন: আমতলা রোডে টংতলায় নাকা চেকি এর সময় সন্দেহজনকভাবে একটি অশোক লেল্যান্ড কোম্পানির ডিওএস৭ মডেলের গুড ভেহিকেল গাড়িকে সন্দেহজনকভাবে আটক করে তল্লাশি চালায়। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে শুকনো মাদক দ্রব্যের ১১৭ টি প্যাকেট উদ্ধার করে বারুইপুর থানার পুলিশ। যার ওজন আনুমানিক একশো কুড়ি কিলো, আনুমানিক দাম প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। ঘটনায় তিনজন জড়িত থাকলেও দুজনকে গ্রেফতার করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার দুই ব্যক্তির একজন মগরাহাট থানার রায়নগর এলাকার বাসিন্দা রাজ্জাক ঢালি, অপরজন বাংলার মোড় পদ্মের হাটের আরিফ হোসেন মন্ডল। বারুইপুর থানার আইসি সৌমজিৎ রায়ের নেতৃত্বে এই বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধারের সাফল্যে খুশি সকলে।
বারইপুর থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের নাকা চেকিং চলে বিভিন্ন সময়।

নদিয়ায় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু বাইক চালকের

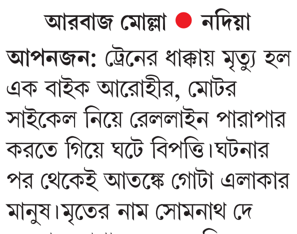

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর, মোটর সাইকেল নিয়ে রেললাইন পারাপার করতে গিয়ে ঘটে বিপত্তি।ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে গোটা এলাকার মানুষ।মৃতের নাম সোমনাথ দে সরকার পেশায় একজন দিনমজুর। শুক্রবার আড়াইটে নাগাদ শান্তিপুর ডাউন লোকাল যখন শান্তিপুর বাঁধনা ব্রিজ সংলগ্ন রেললাইনে ঢুকে পড়ে তখনই রেললাইন পারাপার করতে গিয়ে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। ট্রেনের ধাক্কায় প্রায় এক কিলোমিটার বাইক ছিটকে গিয়ে পড়ে, আর ঘটনাস্থলেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে হয়ে যায় সোমনাথ সরকার। ঘটনার খবর পেতে ছুটে আছে জিআরপি পুলিশ, এ ছাড়াও শান্তিপুর থানার পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছান। স্থানীয় বাসিন্দারা মানস কুমার বিশ্বাসের দাবি,রেললাইনের পাশেই রয়েছে একটি গ্রাম। যেখানে প্রায় শতাধিক পরিবারের বসবাস,কিন্তু রেললাইন পারাপার করেই তাদের চলাচল করতে হয়।

শান্তিনিকেতন মেডিক্যালে ‘পজিটিভ বার্তা’

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: পজিটিভ বার্তার উদ্যোগে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন বিকেলে প্রশ্নোত্তর (কুইজ) প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে সকল প্রতিযোগীদের উৎসাহ দানের জন্য রয়েছে পুরস্কার। এখানে বিভিন্ন মানবিক কর্মসূচি যেমন মহিলা এন্টার পেনার হেলথ হাব ও বিভিন্ন পোর্টাল এবং পজিটিভ বার্তা নিয়ে প্রশ্নের ডালি সাজানো হবে। এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালের ফেসবুক পেজ থেকে। এই অনুষ্ঠানটি শুভ উদ্বোধন হয় আজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সভাপতি মলয় পীঠ ও শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল সহ ছাত্রছাত্রীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এফসিআই ডিস্ট্রিবিউটরের গোডাউনে ইডি

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: পুজোর আগে সক্রিয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। এবার রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে জয়নগর থানার বহড়ু, বাসন্তী, কুলতলি সহ রাজ্যের সাতটি জায়গায় একসাথে হানা দিলো ইডি আধিকারিকরা। শুক্রবার সকালে রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে নামে ইডি আধিকারিকেরা। শুক্রবার সকাল থেকে বেশ কিছু জায়গায় ইডির তল্লাশি অভিযান শুরু করে। শুক্রবার সকালে জয়নগরের বহড়ু বাজার এলাকায় সুস্মিতা ঘোষ সেন নামে এক রেশন ডিস্ট্রিবিউটারের গোডাউনে তাদের তনিজন কর্মীকে নিয়ে ও বাড়িতে হানা দেয় ইডির ৬ জন সদস্য এর টিম।

সাংসদের উপস্থিতিতে উন্নয়ন বিষয়ক সভা পঞ্চায়েত সমিতিতে

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের এমপি ডঃ শর্মিলা সরকারের উপস্থিতিতে রায়না ১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ক প্রশাসনিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন বিডিও অজয় কুমার দণ্ডপাত, জয়েন্ট বিডিও অনিরুদ্ধ সাহা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পবিত্র রায়, রায়না থানার ওসি পুষ্পেন্দু জানা, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি ও সমবায় সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বামদেব মণ্ডল সহ ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধানসহ অন্যান্যরা।
এমপি ডঃ শর্মিলা সরকার জানান, রায়না ১ ব্লকের ৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং রায়না ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষদের সঙ্গে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আলোচনা হয়েছে। যেসব জায়গায় এখনও উন্নয়ন বাকি রয়েছে, সেগুলিতে অতি দ্রুত কাজ শুরু করতে হবে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং রাস্তাঘাট নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে পদক্ষেপ করা হবে।তিনি আরও বলেন, রায়না বিধানসভায় প্রচুর পরিমাণে গোবিন্দভোগ ধান চাষ হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে গোবিন্দভোগ চালের প্রচুর চাহিদা রয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই চাল রপ্তানি বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই বিধানসভার অধিবেশনে এই

গোবিন্দভোগ চাল রপ্তানি এবং ধানের দাম বৃদ্ধির বিষয়ে আওয়াজ তোলার পরিকল্পনা রয়েছে, কারণ অনেক চাষী গোবিন্দভোগ চাষ থেকে সরে আসছেন।
কৃষি ও সমবায় দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বামদেব মণ্ডল এই তথ্য জানিয়ে বলেন, তিনি এমপি-কে ধানের দাম বৃদ্ধি এবং রপ্তানির জন্য পদক্ষেপ নিতে অনুরোধ করেছেন। এমপি ডঃ শর্মিলা সরকার আশ্বস্ত করেন যে তার এমপি কোটার টাকা থেকে এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। তিনি বলেন, “এখনো ৫ বছর বাকি আছে, আর উন্নয়নের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাই উন্নয়ন হয়েছে, হচ্ছে এবং আগামী দিনেও উন্নয়ন হবে।” বিডিও অজয় কুমার দণ্ডপাত বলেন, “ডিজিটাল ক্লাসরুম চালু করা হবে প্রতিটি স্কুলে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের শিক্ষার মান উন্নত করতে পারবে। ইলেকট্রিক চুল্লি এখনই করা হবে না, তবে ভবিষ্যতে ভাবনা চিন্তায় রয়েছে। শ্মশানে যাত্রীদের বসার জন্য শেড এবং জলের কল বসানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ছাত্রীদের নিয়ে ক্যারাটে শিবির পুলিশের

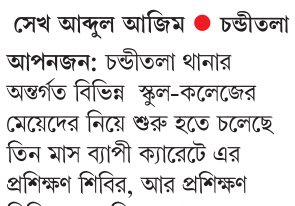

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত বিভিন্ন স্কুল-কলেজের মেয়েদের নিয়ে শুরু হতে চলেছে তিন মাস ব্যাপী ক্যারেটে এর প্রশিক্ষণ শিবির, আর প্রশিক্ষণ শিবির শেষে মিলবে শংসাপত্র। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে তার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাসিস সেন, উপস্থিত চন্ডীতলার এসডিপিও তমাল সরকার, অ্যাডিশনাল এসপি কৃষানু রায়, চন্ডীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত অধিকারীক জয়ন্ত পাল সহ একাধিক পুলিশ আধিকারিক। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরে আসা গরলগাছা স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্রী তৃষা ছাড়াও অন্যান্য স্কুল কলেজের একাধিক ছাত্রী জানান পুলিশের এই পদক্ষেপে আমরা নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারব।

বর্জ্য প্রকল্পের উদ্বোধনে মৌসম নূর

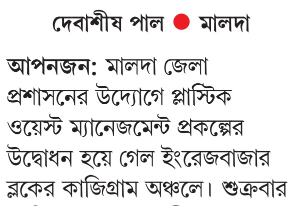

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন হয়ে গেল ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম অঞ্চলে। শুক্রবার কাজিগ্রাম অঞ্চলের শ্রীরামপুরে ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দে নব নির্মিত প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক পিযুষ সালস্কে, জেলাপরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মণ ঘোষ, রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর, কাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মধুমন্তি চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। তাদের সকলের উপস্থিতিতে জেলাপরিষদের সধভাধিপতি ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন করেন।

প্রথম নজর

এমপক্স ভ্যাকসিনে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন

আপনজন ডেস্ক: আফ্রিকার পর বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার প্রারম্ভে এমপক্সের প্রথম ভ্যাকসিনের অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাপ্তবয়স্কদের শরীরে এই ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

ভ্যাকসিনের অনুমোদন দিয়ে শুক্রবার ডব্লিউএইচও বলেছে, আফ্রিকাসহ বিশ্বজুড়ে এমপক্সের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটি একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ’।

ডেনমার্কের ভ্যাকসিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বাভারিয়ান নর্ডিক এ/এস এই ভ্যাকসিনটি প্রস্তুত করেছে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু ইউনিসেফ এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থা এই ভ্যাকসিন কিনতে পারবে। একটিমাত্র প্রস্তুতকারকের কাছ থেকে এই ভ্যাকসিনটির প্রাপ্যতা এবং সীমিত সরবরাহের কারণে আপাতত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডব্লিউএইচও।

এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম গেব্রেইয়েসুস বলেছেন, ‘আফ্রিকায় বর্তমান প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে ভ্যাকসিনের এই প্রথম প্রাক-যোগ্যতা ভবিষ্যতে এমপক্সের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।’

এদিকে, অন্যান্য পদক্ষেপের পাশাপাশি যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেখানে জরুরি ভিত্তিতে ভ্যাকসিন সংগ্রহ, অনুদান ও সরবরাহের পরিমাণ বাড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসঙ্ঘের স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুমোদন অনুযায়ী, ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সীদের দুই ডোজে টিকা দেয়া যাবে।

অনুমোদনে আরো বলা হয়েছে, ভ্যাকসিনটি বর্তমানে ১৮ বছরের কম বয়সীদের জন্য লাইসেন্স না পেলেও প্রাদুর্ভাবের পরিস্থিতি বুঝে এটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের শরীরে ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি কোথাও এই টিকার ঝুঁকির চেয়ে জীবনের ঝুঁকি বেশি দেখা যায়, সেক্ষেত্রে বয়সের সীমা না মেনেও এই টিকা প্রয়োগ করা যাবে। গত মাসে আফ্রিকা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের (সিডিসি) কর্মকর্তারা জানিয়েছিলেন, এমপক্সে বিশ্বে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভুগছে কঙ্গো। দেশটির মোট আক্রান্তদের প্রায় ৭০ শতাংশই ১৫ বছরের কম বয়সী শিশু। এমনকি এমপক্সে সেখানে নিহতদের ৮৫ শতাংশেরই বয়স ১৫ বছরের কম।

বৃহস্পতিবার (১২ সেপ্টেম্বর) আফ্রিকা সিডিসি জানায়, এমপক্সে আক্রান্ত হয়ে গত সপ্তাহে ১০৭ জনের প্রাণ গেছে। এছাড়া নতুন করে ৩ হাজার ১৬০ জনের শরীরে এই ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে।

এমপক্স গুটিবসন্তের মতো ভাইরাসের একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

আক্রান্তের শরীরে এটি জ্বর, সর্দি ও শরীরের ব্যথার মতো হালকা লক্ষণ সৃষ্টি করে। আরো গুরুতর ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখ, হাত, বুক, এমনকি যৌনাঙ্গেও ক্ষত বিস্তৃত হতে পারে।

অবসরের বয়সসীমা বাড়াচ্ছে চীন

আপনজন ডেস্ক: বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের পর প্রথমবারের মতো চীনে চাকরিজীবীদের অবসরে যাওয়ার বয়সসীমা বাড়ছে।

দেশটিতে বয়স্ক জনগোষ্ঠী বেড়ে যাওয়া এবং পেনশন তহবিলের অর্থসংকটের কারণে চাকরিজীবীদের অবসরের বয়সসীমা ধীরে ধীরে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

শুক্রবার চীনের শীর্ষ আইনসভা ব্লু-কলার চাকরিতে নারীদের অবসরের বয়স ৫০ থেকে ৫৫ বছর এবং হোয়াইট-কলার চাকরিতে তাদের অবসরের বয়স ৫৫ থেকে ৫৮ বছরে উন্নীত করার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে। পুরুষদের অবসরের বয়স ৬০ থেকে ৬৩ বছরে উন্নীত হতে পারে।

চীনে বর্তমানে চাকরিজীবীদের অবসরে যাওয়ার বয়সসীমা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম।

চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সিনহুয়া জানিয়েছে, এদিন পাস হওয়া পরিকল্পনা অনুসারে নতুন এই সিদ্ধান্ত আগামী বছরের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। পরবর্তী ১৫ বছরে কয়েক মাস অন্তর উত্থাপিত অবসরের বয়সসীমা বাড়ানো হবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট এই বয়সের আগে কাউকে অবসরে যাওয়ার অনুমতিও দেওয়া হবে না।

ধর্মঘটে মার্কিন বোয়িংয়ের ৩০ হাজার শ্রমিক

আপনজন ডেস্ক: ২৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধি নিয়ে মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান বোয়িং ও ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের মধ্যে হওয়া একটি অস্থায়ী চুক্তি প্রত্যাখান করে কর্মবিরতিতে যাচ্ছেন সংস্থাটির কর্মীরা।

শুক্রবার থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটল ও পোর্টল্যান্ড এলাকায় ৭৩৭ ম্যাক্স এবং ৭৭৭ উড়োজাহাজ তৈরির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৩০ হাজার শ্রমিক কর্মবিরতি শুরু করবেন।

বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই কর্মবিরতি বোয়িংয়ের জন্য একটি বড় ধাক্কা। কারণ কোম্পানিটির তৈরি দুটি উড়োজাহাজ বিধ্বস্তের পর এর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপর কোম্পানিটি তার খ্যাতি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা চালাচ্ছিল। সেইসঙ্গে বোয়িংয়ের নতুন প্রধান নির্বাহী ক্যালি অর্টবার্গের জন্যও এটি একটি বড় ধাক্কা। গত মাসে ক্যালি বোয়িংয়ের ব্যবসাকে চাঙা করতে কোম্পানিটিতে নিযুক্ত হন। সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রায় ৯৫ শতাংশ শ্রমিক ব্যালট ভোটে ২৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর ৯৬ শতাংশই কর্মবিরতির পক্ষে ভোট দিয়েছে।

এর আগে চার বছর মেয়াদি চুক্তিসহ কর্মীদের ২৫ শতাংশ বেতন বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছিল উড়োজাহাজ নির্মাতা জায়ান্ট বোয়িং। নতুন চুক্তি না হওয়ায় ধর্মঘটে যেতে প্রস্তুত বলে গত সপ্তাহে জানিয়েছিলেন কর্মীরা। এরপর সদস্যদের প্রস্তাবটি মেনে নিতে অনুরোধ করে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব মেশিনিস্ট।

সর্বশেষ ২০১৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় ধর্মঘট পালন করেছিলেন বোয়িংয়ের কর্মীরা। বিবিসি জানিয়েছে, চলতি সপ্তাহের শুরুতে অস্থায়ী চুক্তিতে সমর্থন দিতে সদস্যদের পরামর্শ দিয়েছিলেন ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা।

কর্মীদের সামাল দিতে কোম্পানির প্রধান নির্বাহী অর্টবার্গ শেষবারের মতো অনুরোধ করেন এবং সতর্ক করে দেন যে ধর্মঘট কোম্পানির ‘পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে’।

এভিয়েশন নিউজ ওয়েবসাইট ফ্লাইটগ্লোবালের এশিয়া ব্যবস্থাপনা সম্পাদক গ্রেগ ওয়ালড্রন বলেন, ‘ধর্মঘটের জন্য এটা কখনোই ভালো সময় নয়, অন্তত ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে, বর্তমান পরিস্থিতি সংকটকে আরও গভীর করবে।’ তিনি বলেন, ‘তারপরও ধর্মঘট কতদিন স্থায়ী হবে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ৭৩৭ ম্যাক্স অর্ডার করা এয়ারলাইন সিইওরা বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।’

বিবিসি জানিয়েছে, শ্রমিকরা যে প্রাথমিক চুক্তি প্রত্যাখ্যান করেছে, তাতে চার বছরে ২৫ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি সিয়াটলে পরবর্তী বাণিজ্যিক বিমান নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তবে শর্ত ছিল, ওই প্রকল্পকে চুক্তির মেয়াদের মধ্যে শুরু হতে হবে। ইউনিয়নের তরফে শুরুতে ৪০ শতাংশ বেতন বৃদ্ধিসহ শ্রমিকদের প্যাকেজগুলোর উন্নতির লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছিল। ২০০৮ সালে আট সপ্তাহের ধর্মঘটের পরে বোয়িং ও ইউনিয়ন যে চুক্তিতে পৌঁছেছিল সেটিই বর্তমানে বহাল আছে। ২০১৪ সালে উভয় পক্ষ চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে সম্মত হয়, যার মেয়াদ বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শেষ হয়েছে।

স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে কি যুদ্ধের মোড় ঘোরাতে পারবে ইউক্রেন?

আপনজন ডেস্ক: ইউক্রেন তার বর্তমান যুদ্ধ কৌশল পরিবর্তন করার কথা বলে রাশিয়ার ভূখণ্ড লক্ষ্য করে দূরপাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র স্টর্ম শ্যাডো ব্যবহারের কথা ভাবছে। অপেক্ষায় আছে আন্তর্জাতিক মহলের সবুজ সংকেতের। এই অবস্থায় তাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, এই স্টর্ম শ্যাডো আসলে কী?

স্টর্ম শ্যাডো হল একটি দূরপাল্লার এয়ার-লঞ্চ করা ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। এটি ১৯৯৪ সালে যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের তৈরি। এটি মূলত, ব্রিটিশ অ্যারোস্পেস দ্বারা নির্মিত। স্টর্ম শ্যাডো মিসাইল এমবিডিএ সিস্টেম দ্বারা তৈরি। ‘স্টর্ম শ্যাডো’ অস্ত্রটির ব্রিটিশ নাম, ফ্রান্সে এটিকে এসসিএএলপি-ইজি বলা হয়। এটি প্রায় ৫০০ কিমি দূরে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। আর এই ক্ষেপণাস্ত্রটি এরইমধ্যে ইউক্রেনীয় যুদ্ধবিমানে সংযুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে রাশিয়ার তৈরি এসইউ-২৪ বোমারু বিমান। যা অতীতের সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ হিসেবে ইউক্রেন রাশিয়ার কাছ থেকে পেয়েছিল। তবে সমস্যা হলো, ইউক্রেন কীভাবে এই ধরনের দূরপাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র রপ্তানির অনুমতি পেল তা এখনও পরিষ্কার নয়। কারণ মিসাইল টেকনোলজি

কন্ট্রোল রেজিম বা এমটিসিআর ৩০০ কিলোমিটারের বেশি পাল্লার এবং ৫০০ কেজি পেলোড ক্ষমতার একটি ক্ষেপণাস্ত্র রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে। এক্ষেত্রে স্টর্ম শ্যাডো ক্ষেপণাস্ত্রের ওয়ারহেড ৫০০ কেজির কম হলেও, এটি সীমা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে এমটিসিআর নিতিমালা লঙ্ঘন করে। যার ফলে ইউক্রেন এটি ব্যবহার করতে পারবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।

এমটিসিআর অবশ্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি অনানুষ্ঠানিক রাজনৈতিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়। যার ফলে এর প্রবিধানগুলি সর্বদা বাধ্যতামূলক নয়। কাজেই এটি যদি ব্যবহার করে ইউক্রেন তাহলে তা এমটিসিআর এর থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে মত নিয়েই করতে পারবে।

অবশ্য ইউক্রেন এই ক্ষেপণাস্ত্র চালালে রাশিয়া যে তাদের পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের কথা ভাববে না সেটিও জোর গলায় বলার সুযোগ নেই। কেননা, কদিন আগেই নিজেদের পারমাণবিক অস্ত্র দেখিয়ে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রকে সর্তক করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। কাজেই নতুন করে ইউক্রেন ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র চালালে সেটি যে এই যুদ্ধকে ভয়ানক পরিণতির দিকে ঠেলে দেবে তা অনুমেয়ই।

জাতিসংঘের সদস্য তালিকায় প্রথমবারের মতো স্থান ফিলিস্তিনের

আপনজন ডেস্ক: আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও না দিলেও ফিলিস্তিনকে এরইমধ্যে সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে জাতিসংঘ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জাতিসংঘের ফিলিস্তিন মিশনের শেয়ার করা একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে তার ইঙ্গিত মিলেছে।

গত মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৯ তম অধিবেশন শুরু হয়েছে। ফিলিস্তিন মিশনের শেয়ার করা ভিডিও ক্লিপিংটিতে দেখা গেছে, মিশনপ্রধান রিয়াদ মনসুর সদস্যরাষ্ট্রদের জন্য নির্দিষ্ট আসনসারির একটিতে বসেছেন। তার একপাশে বসেছেন শ্রীলঙ্কান মিশনের একজন প্রতিনিধি এবং অপর পাশে সুদান মিশনের একজন প্রতিনিধি।

ভিডিও ক্লিপিংসে আরো দেখা গেছে, অধিবেশন শুরুর পর পয়েন্ট অব অর্ডার পর্বে রিয়াদ মনসুরের আসনের ব্যাপারে মিসরের মিশনের অন্যতম সদস্য ওসামা মাহমুদ আবদেলখালেক মাহমুদ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ‘এটি কেবল সামান্য পদ্ধতিগত ব্যাপার নয়, বরং অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং সত্যি বলতে, এটি আমাদের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত।’

জবাবে সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। তার (রিয়াদ মনসুর) যেখানে বসা উচিত, সেখানেই তিনি বসেছেন। আমি জানতে পেরেছি যে (ফিলিস্তিনের স্থায়ী সদস্যপদ পাওয়ার জন্য) যেসব প্রক্রিয়ার প্রয়োজন ছিল, সেসবের বেশিরভাগই শেষের পথে।’ ইসরায়েলের জাতিসংঘ প্রতিনিধিদল অবশ্য এই ঘটানার নিন্দা জানিয়ে বলেছে, ফিলিস্তিনকে সদস্যরাষ্ট্রের আসনে বসতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত পুরোপুরি রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট।

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে ‘পর্যবেক্ষক’ হিসেবে জাতিসংঘে প্রবেশের অনুমতি পায় ফিলিস্তিন। এই পরিচায়ভূক্ত দেশ বা ভূখণ্ডগুলো জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আলোচনা-বিতর্কে যুক্ত হতে পারে, তবে কোনো প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে ভোট দেওয়ার এক্তিয়ার তাদের নেই। পর্যবেক্ষক মর্যাদা প্রাপ্তির পর থেকেই স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্র পদের জন্য তৎপরতা চালাচ্ছিল জাতিসংঘের ফিলিস্তিন মিশন।

কমলার সঙ্গে আর কোনো বিতর্ক নয়: ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছরের নভেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এর আগে প্রচারণায় ব্যস্ত দুই প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হারিস। বিশেষ করে যে সব রাজ্যে প্রবল লড়াই হতে পারে, সেখানে প্রচারে জোর দিয়েছেন দুজন।

এদিকে দুদিন আগে এবিসি টিভি চ্যানেলের বিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই বিতর্ক সরাসরি দেখেছেন ছয় কোটি ৭০ লাখ মানুষ। এরপর আবার তাদের প্রচারে ফিরে গেছেন দুজন।

যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি ও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ট্রাম্পের দাবি, হ্যারিসের সঙ্গে টিভি বিতর্কে তিনিই জিতেছেন।

সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে তিনি বলেছেন, তৃতীয় কোনো বিতর্ক হবে না।

ট্রাম্প প্রথমে বাইডেনের সঙ্গে টিভি বিতর্কে অংশ নেন। তখন বাইডেনই প্রেসিডেন্ট পদে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ছিলেন। সেই বিতর্কে বাইডেনের পারফরম্যান্স শোচনীয় ছিল বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এবং যার জেরে তিনি লড়াই থেকে সরে দাঁড়ান।

তারপর এখন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হয়েছেন কমলা হ্যারিস। তার সঙ্গে একবারই মুখোমুখি বিতর্কে নেমেছেন ট্রাম্প। ট্রাম্প দাবি করেছেন, সমীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী, কমরেড কমালা হ্যারিসের বিরুদ্ধে আমিই বিতর্কে জিতেছি।

অবশ্য বেশ কিছু সমীক্ষার মত হলো, বিতর্কে হ্যারিসই জয়ী হয়েছেন। ট্রাম্প বলেছেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট বরং তার কাজে মনোযোগ দিন।

বিতর্কের পরেই ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পকে আরেকটি বিতর্কের জন্য চ্যালেঞ্জ জানান। ট্রাম্প বলেছেন, লড়াইয়ে হেরে যাওয়ার পর প্রথম কথাটা পরাজিত মানুষ বলেন, আমি আবার লড়তে চাই।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফের ন্যাটোর উদ্দেশে পুতিনের হুঁশিয়ারি

আপনজন ডেস্ক: রুশ ভূখণ্ডে যদি পশ্চিমা দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয় তাহলে ন্যাটো রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়েছে বলে ধরে নেয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। পশ্চিমাদের এমন পদক্ষেপে সংঘাতের মোড় ঘুরে যাবে বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

সম্প্রতি পশ্চিমা মিত্রদের কাছে রাশিয়ার অভ্যন্তরে দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন চান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য এমন পদক্ষেপ প্রয়োজন বলেও জানান তিনি। এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে পুতিন বলেছেন, যারা কিয়েভকে এ ধরনের অস্ত্র দেবে তারাও সরসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে। তাছাড়া এ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র পরিচালিত হবে ন্যাটোর বাহিনী দিয়ে। কারণ ইউক্রেনের সেই সক্ষমতা নেই। পুতিন বলেন, সুতরাং দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ইউক্রেন রাশিয়ায় হামলা করবে কি করবে না সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হলো ন্যাটোভুক্ত দেশগুলো সরাসরি যুদ্ধে জড়াবে কি না।রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, যদি এ দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হয়, তহলে তা ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর সরসারি যুদ্ধে জড়ানোর থেকে কম নয়। এর মাধ্যমে তারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেবে। ফলে এতে সংঘাতের মোড় ঘুরে যাবে বলে জানান তিনি। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদোমির জেলেনস্কি চাইছেন, রাশিয়ার যেসব সামরিক ঘাঁটি থেকে ইউক্রেনের ওপর আকাশপথে হামলা চালানো হচ্ছে, তার দেশ সেগুলোর ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানোর ‘ন্যায্য’ অধিকার প্রয়োগের ছাড়পত্র পাক।

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ১৩/০৯/২০২৪ তারিখে হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতি অধীনস্থ প্রত্যেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষার খসড়া তালিকা প্রকাশিত এবং প্রদর্শিত হ’ল।

তাং, ১৩/০৯/২০২৪

নির্বাহী আধিকারিক
হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতি

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.০২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৪৬ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.০২	৫.২৩
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৩.৫৭	
মাগরিব	৫.৪৬	
এশা	৬.৫৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৪	

নিষিদ্ধ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ স্থাপনার ছবি প্রকাশ করল উত্তর কোরিয়া

আপনজন ডেস্ক: প্রথমবারের মতো নিষিদ্ধ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ স্থাপনার ছবি প্রকাশ্যে এনেছে উত্তর কোরিয়া। এটি পারমাণবিক বোমার জন্য জ্বালানি তৈরি করে। সম্প্রতি স্থাপনাটি পরিদর্শন করেছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন।

শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ইউরেনিয়াম স্থাপনা পরিদর্শনের সেই ছবি প্রকাশ করেছে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (কেসিএনএ)।

কিমের এই ছবি পশ্চিমা বিশ্বের চাপ উপেক্ষা করে পারমাণবিক কর্মসূচিতে অটল থাকার আভাস বলে মনে করা হচ্ছে।

কেসিএনএ-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরমাণু অস্ত্র ইনস্টিটিউট এবং অস্ত্র-গ্রেডের পারমাণবিক উপকরণগুলোর জন্য একটি উৎপাদন ঘাঁটি পরিদর্শন করেন কিম। এ ধরনের পারমাণবিক কর্মসূচি একাধিক জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিল রেজোল্যুশনের অধীনে নিষিদ্ধ। এই ছবিটি এমন এক সময় প্রকাশ করা হলো যখন উত্তর কোরিয়া তার অবৈধ পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচিকে আরো জোরদার করছে। ছবিগুলোতে দেখা যায়, কিম ধাতব সেন্ট্রিফিউজের দীর্ঘ সারিগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটছেন। এই মেশিনগুলো ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণে ব্যবহার করা হয়।

হিজবুল্লাহর মুহুর্মুহু রকেট হামলা, কাঁপল ইসরাইল

আপনজন ডেস্ক: সীমান্ত নিয়ে চলমান দ্বন্দ্বের মধ্যেই ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলে মুহুর্মুহু রকেট হামলা চালিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ। তবে এতে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। বেশ কয়েকটি রকেট প্রতিহত করার দাবিও করেছে ইসরাইল।

বৃহস্পতিবার ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলে আবারও রকেট হামলা চালায় হিজবুল্লাহ। এ হামলায় পশ্চিম গ্যালিলি অঞ্চলের দুটি জায়গায় আগুন ধরে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। তবে লেবাননের ছোড়া ১৫টি রকেটের বেশ কয়েকটি প্রতিহত করার দাবি করেছে ইসরাইল।

হিজবুল্লাহ জানিয়েছে, ইসরাইলের উত্তরাঞ্চলের মালিকিয়াহ সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে রকেট ছোড়া হয়। এছাড়া রোশ হা-নিকরা এবং মেৎজুভা এলাকার বসতিগুলোও তাদের লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও ইসরাইলের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এই আক্রমণগুলো প্রতিহত করতে সক্ষম হয়।

লেবানন-ইসরাইল সীমান্তে পাল্টাপাল্টি হামলা ক্রমেই ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। নিজেদের সর্বস্ব নিয়ে গাজাবাসীর পাশে দাঁড়ানোর সংকল্প নিয়েছে লেবানন।

নিরীহ গাজাবাসীর আর্তনাদ যতদিন না থামছে, ততদিন ইসরাইলে হামলা অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে হিজবুল্লাহ।

নোটিশ

বিগত ইং ৩১/০৬/২০২৩ তারিখে এ্যাঃ ডিঃ বড়গাছিয়া সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ০৫০৮০১৮৮০ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, হাল সাং সোমন্বয় পথ, পোষ্ট বশিষ্ঠা, থানা ও জেলা বারপেটা, আসাম ৭৮১০২৯ নিবাসী সেখ মনিরুদ্দিন, পিতা মরহুম সেখ আসগার আলি মহাশয়ের নিকট হইতে সাং চালতাখালি, পোষ্ট হরিশপুর, পিন কোড নং ৭১১৪১০, থানা আমতা, জেলা হাওড়া নিবাসী সেখ সিরাজউদ্দিন (পিতা মরহুম সেখ আসগার) মহাশয়কে জগৎবল্লভপুর থানার অধীন, ভূপতিপুর মৌজায়, জে.এল. নং ১৮, হাল এল. আর. ৩৮ নং খতিয়ানভুক্ত সাবেক ও হাল ৩৮০ নং দাগে ৯.৭৫ শতক সম্পত্তিতে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারনামার বিরুদ্ধে আপনার যদি কোনো আপত্তি থাকে, তাহা হইলে জগৎবল্লভপুর বি.এল. এন্ড এল.আর.ও-তে অদ্যকার তারিখ হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে জানাবেন।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৫০ সংখ্যা, ২৯ ভাদ্র ১৪৩১, ১০ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

তরুণ প্রজন্ম

কবি সুকান্ত যেমন তাহার টিনেজ বয়সে লিখিয়াছিলেন– ‘অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি/ জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।’ তেমনি করিয়া এখন যাহাদের টিনেজ বয়স, তাহারা এই পৃথিবীকে কী চোখে দেখিতেছে? সুকান্ত না-হয় তাহার স্বল্পায়ু জীবনটায় অস্থির পৃথিবীর মধ্যে বসবাস করিয়াছেন। কিন্তু এখন একটি কিশোর বা সদ্য তরুণ, যাহার চোখে রহিয়াছে সুন্দর জীবনের স্বপ্নাঞ্জন, সে কী ভাবিতেছে প্রতিদিনের পত্রিকার পাতায় খবর দেখিয়া? তৃতীয় বিশ্বে বসবাসকারী এই সকল কিশোর বা সদ্য তরুণ দেখিতেছে, সমাজ-রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দূষণ আর পচন। হাজার হাজার কোটি টাকার বড় বড় দুর্নীতি। শত-সহস্র কোটি ডলারের পাচারের কাহিনি। পত্রিকাগুলি যেন আর পত্রিকা নহে, সবই অপরাধ পত্রিকা। অপরাধ দুর্নীতি আর খারাপ খবরে পরিপূর্ণ। যাহাদের বয়স কম, যাহাদের সামনে পড়িয়া রহিয়াছে বিস্তর ভবিষ্যত্, তাহারা এই লুটেরাদের চিত্র দেখিয়া মনে করিতে পারে–তৃতীয় বিশ্বের কিছু কিছু দেশ কি লুটপাট করিবার দক্ষতা অর্জন করাটাই আসল যোগ্যতা? কিন্তু এই যোগ্যতা তো মহা অপরাধ। নূতন প্রজন্মের যাহারা বিভিন্ন দেশে ঘুরিয়াছে, তাহারা দেখিয়াছে, কল্যাণকর উন্নত দেশগুলির ছেলেমেয়েরা সত্, পরিশ্রমী ও দেশপ্রেমিক। তাহারা মিথ্যা বলে না, মিথ্যা বলা জানেও না। সুশৃঙ্খল, হিউম্যান রাইটস, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, চিকিত্সা, লিভিং স্ট্যান্ডার্ড, পরিবেশ সুন্দর রাখিবার মহান ঐতিহ্য তাহারা বহন করিতেছে। পূর্বসূরিদের সেই ব্যাটন লইয়া তাহারা সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে। মানুষ যেই হেতু তাহার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যেই বাড়িয়া উঠে, সুতরাং এই তিন স্তরের ভালো বা খারাপ জিনিসগুলিই তাহাদের জীবনকে গড়িয়া দেয়। এখন প্রতিদিনই খবরের কাগজ খুলিয়া তৃতীয় বিশ্বের ছেলেমেয়েরা যদি দেখে আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অসংখ্য ঘৃণ্য অপরাধমূলক কাণ্ডকারখানা দিনের পর দিন ঘটিয়া চলিতেছে এবং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা হইলে এই সংবেদনশীল ছেলেমেয়েরা ভবিষ্যতের দর্পণে কী দেখিতে পাইবে?

ভণ্ডামিও বিপুল ও ব্যাপক তৃতীয় বিশ্বের সমাজে। সেইখানে ছোটবেলায় পড়ানো হয়–সততাই সর্বোত্কৃষ্ট পন্থা। কিন্তু দেখা যায় যে, অসততাই সমাজ-রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এবং অসৎ-অপরাধীরাই অধিক ক্ষমতাবান, প্রভাব ও প্রতাপশালী। এই সমাজে ইঁদুর-মানসিকতার মানুষের বিপুল বৃদ্ধি ঘটিতেছে। মিথলোজিতে রহিয়াছে, ইঁদুর হইল লুটেরা, মজুতদার, মধ্যস্বত্বভোগী, স্বার্থপর, সর্বভুক ও আত্মসাত্কারী। ইঁদুর রাতের আঁধারে সম্পদ হরণ করিয়া নিজের ডেরায় তাহা মজুত করে। দিনের বেলায় আলোতে ইঁদুর খাদ্যসম্পদ আহরণ করে না, কেবল অন্ধকারে লোকচক্ষুর আড়ালে সম্পদ লুণ্ঠন করে। এবং তাত্পর্যপূর্ণ দিকটি হইল–নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি সম্পদ মজুত করে সর্বগ্রাসী ইঁদুর। আবার এই ইঁদুররা যে কোনো পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। ইঁদুর-শ্রেণি দ্রুত বংশবিস্তারেও বিশেষ দক্ষ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এই ইঁদুরেরা দেশের সম্পদ লুণ্ঠন অব্যাহত রাখিতে সকল ব্যবস্থা নিজেদের পক্ষে তৈরি করিয়া লইতেছে। পৌরাণিক কাহিনিতে লুটেরা ইঁদুরের বিপরীতে প্যাঁচাকে সম্পদের রক্ষক ও সমবণ্টনকারী হিসাবে দেখানো হইয়াছে। তাই ইঁদুর তাড়ানোর জন্য প্যাঁচা দিয়া ইঁদুর দমন করিবার কথা বলা হয়। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের কোথাও কোথাও দেখা যায়, সম্পদের রক্ষক ও সমবণ্টনকারীও ঐ ইঁদুর-দলেরই একজন! তৃতীয় বিশ্বের জন্য ইহা ট্র্যাজেডি বটে।

লুটেরা ও সর্বগ্রাসী ইঁদুরকে তাড়াইতে বারো শতকে জার্মানির হ্যামিলন শহরে আসিয়াছিলেন এক বাঁশিওয়ালা। কিন্তু সেই হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালাকেও প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয় নাই। ফলে, যেইখানে সমস্যা থাকে, সেইখানে অসংখ্য সমস্যা আসিয়া সমস্যার জট তৈরি করে। এই জট পাকানো সমাজের এত ধরনের জটিলতা ও সমস্যা দেখিয়া নূতন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা কী ভাবিতেছে? তাহারা কি হতাশ হইয়া পড়িতেছে? তাহারা কি চিন্তিত যে–‘এ খাঁচা ভাঙব আমি কেমন করে?’ কিন্তু এইভাবে তো চিরকাল চলিতে পারে না। কোনো দেশে কোনো রাষ্ট্র এইভাবে বেশি দিন চলে নাই। ইহাই তাহাদের সান্ত্বনা।

মণিপুরে কী ঘটছে, এত অস্ত্র আসছে কোথা থেকে

মণিপুরে তুমুল বিক্ষোভ চলছে গত কয়েক দিন। বিক্ষোভকারী ও বিক্ষোভের সংগঠক মেইতেইরা। অন্যদিকে তাদের প্রতিপক্ষ কুকিরা সেখানে সহিংসতায় রকেট ও ড্রোনের মতো উন্নত অস্ত্র নিয়ে এসেছে। ইম্পল বিমানবন্দরের আকাশে ড্রোন ওড়ার গুজবও ভয় ছড়িয়েছে এ সপ্তাহে। **আলতাফ পারভেজের বিশ্লেষণ**

মণিপুরে তুমুল বিক্ষোভ চলছে গত কয়েক দিন। বিক্ষোভকারী ও বিক্ষোভের সংগঠক মেইতেইরা। অন্যদিকে তাদের প্রতিপক্ষ কুকিরা সেখানে সহিংসতায় রকেট ও ড্রোনের মতো উন্নত অস্ত্র নিয়ে এসেছে। ইম্পল বিমানবন্দরের আকাশে ড্রোন ওড়ার গুজবও ভয় ছড়িয়েছে এ সপ্তাহে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় এসব এলাকায় এবং পাশের অন্যান্য দেশের রাজ্যে সশস্ত্রতা বেশ পুরোনো। সবার প্রশ্ন, এত সহজে এসব জনপদে অস্ত্র আসে কীভাবে? মণিপুরের কুকিরা ড্রোন ও রকেট লাঞ্চারের মতো সমরাস্ত্র পাচ্ছে কোথা থেকে?

সশস্ত্রতায় গুণগত উল্লম্ফন

মণিপুরে সহিংসতার শুরু গত বছর মে মাসে। তবে এই রাজ্য ও তার আশপাশের অঞ্চলে সহিংসতার বয়স সাত দশকেরও বেশি পুরোনো। নাগা জাতির স্বাধীনতার দাবিতে সশস্ত্রতার শুরু। একই সময়ে মিয়ানমারে বিদ্রোহ করেছিল কারেন-কাচিন-চিনরা। সব মিলে ভারত-মিয়ানমার-বাংলাদেশে অনেকগুলো রাজ্য ও জেলায় বিভক্ত পাহাড়ি এই বিশাল জনপদে সশস্ত্রতা বেশ পুরোনো। ফলে মণিপুরে রকেট লাঞ্চারের ব্যবহার দেখে এক অর্থে খুব বেশি চমকে ওঠার কিছু নেই, তবে নিঃসন্দেহে এটা সশস্ত্রতায় ব্যবহৃত অস্ত্রের ধরনে গুণগত এক উল্লম্ফন।

যদিও ‘সেভেন সিস্টার্স’ বা ‘সাত বোন’ বলা হয়, কিন্তু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের সংখ্যা আট। এর মধ্যে সিকিম ছাড়া বাকি সাতটিতেই অল্পবিস্তর সশস্ত্রতা আছে। আবার সশস্ত্র ‘সাত রাজ্যে’র কাছের এলাকা হলো মিয়ানমারের কাচিন, সাগাইং, চিন ও আরাকান। উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর প্রায় ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার সীমান্ত আছে মিয়ানমারের এসব এলাকার সঙ্গে। মিয়ানমারে এই চার জনপদেও অনেক সশস্ত্র দল আছে। তাদের সক্রিয়তার বয়সও কয়েক দশক পুরোনো।

পাশের বাংলাদেশে জনসংহতি সমিতি শান্তিচুক্তি করে এখন নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে থাকলেও একসময় এখানেও সশস্ত্র যুদ্ধাবস্থা ছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে সাত রাজ্যের সীমান্ত আছে প্রায় প্রায় ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার। সুতরাং মণিপুরের মেইতেই ও কুকিরা কোথা থেকে অস্ত্র পাচ্ছে, এ প্রশ্নের উত্তর রয়েছে ত্রিদেশীয় এই পুরো অঞ্চলের অস্ত্রপাতির উৎসে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় আট রাজ্যের আয়তন এক লাখ বর্গকিলোমিটারের চেয়েও বেশি। কাছাকাছি থাকা মিয়ানমারের চারটি এলাকার আয়তন প্রায় পৌনে তিন লাখ বর্গকিলোমিটার। পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন প্রায় তেরো-চৌদ্দ হাজার বর্গকিলো। সব মিলে এই পুরো অঞ্চলের আয়তন প্রায় চার লাখ বর্গকিলোমিটার।

তবে আয়তনের চেয়েও এই অঞ্চলের গুরুত্ব তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও জাতিগত বহুত্বে। ধর্মেও এই পুরো অঞ্চল বহুত্বময়। হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান–সবাই এখানে আছে। এ রকম সবার সমতলের মানুষদের সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিরাগ আছে। সেই সূত্রে সিকিম ছাড়া ওপরের ১২ টি জনপদেই জাতিগত অস্থিরতা আছে। আছে অস্ত্রেরও ব্যবহার। অস্ত্রের সঙ্গে আছে মাদকেরও আন্তদেশীয় চলাচল। কিন্তু কোথা থেকে আসছে এসব? যাচ্ছে কোথায়? তার রাজনৈতিক অর্থনীতিই–বা কী?

‘তুষের আগুনে’ যখন ‘কেরোসিন’

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে কেএনএফ ছাড়া আর কোনো সংগঠনের গেরিলা সশস্ত্রতা চোখে পড়ে না এখন। এর বাইরে মিজোরাম তুলনামূলকভাবে প্রায় শান্ত। কিন্তু ‘সাত বোনে’র অন্য ছয়টিতে এবং পাশের মিয়ানমারের চার রাজ্য গেরিলা সংস্কৃতিতে ভরপুর। এর মধ্যে কাচিন ইন্ডিপেনডেন্ট আর্মি (কেআইএ), আরাকান আর্মি, নাগাদের ন্যাশনালিস্ট সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (এনএসসিএন) হলো এ মুহূর্তে সমগ্র অঞ্চলের সবচেয়ে বড় গেরিলা দল। চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা সিএনএফের সশস্ত্র শাখা সিএনএকেও এই তালিকায় রাখা যায়।

সশস্ত্রতায় একসময় আসামের ‘আলফা’র বেশ দাপট থাকলেও সাংগঠনিক দ্বিধাবিভক্তির কারণে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই রাজ্য এখন বেশ শান্ত। মেঘালয় ও ত্রিপুরা তেমন শান্ত নয়, তবে মণিপুরও ২০২৩-এর মের আগে পাশের নাগাল্যান্ড বা চিনল্যান্ডের চেয়ে বেশ শান্তই ছিল।

তবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোসহ পুরো অঞ্চলের শান্তাবস্থা যে টেকসই কোনো ব্যাপার নয়; বরং এখানকার ‘এথনো-পলিটিকস’ যে প্রকৃতপক্ষে তুষের আগুনের মতো, চোখের পলকে মণিপুরের জ্বলে ওঠা তারই প্রকাশ। পাশাপাশি থেকেও কুকি ও মেইতেইরা যে পরস্পরকে এত ঘৃণা করত, সেটা ইম্পল ঘুরে আসা কোনো পর্যটকের পক্ষে দুই বছর আগেও বোঝা কঠিন ছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এ রকম অচিন্তনীয় পারস্পরিক ঘৃণার কারণ কী এবং এই তুমুল ঘৃণা থেকেই কি এসব এলাকায় চুম্বকের মতো অস্ত্র আসছে? নাকি তাতে ভূরাজনৈতিক উসকানি আছে? এসব কারণেই কি মণিপুরের মতো বেশ ছোট একটি রাজ্যে ষাট হাজারের মতো রাষ্ট্রীয় সৈনিক থাকার পরও সহিংসতা কমছে না?

ভারত-মিয়ানমার-বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ের শাসকেরা বরাবরই তাদের অঞ্চলে ‘অশান্তি’র জন্য অনির্দিষ্টভাবে ‘তৃতীয় পক্ষ’কে দায়ী করে। সচরাচর ‘সমস্যা’র জন্য সীমান্তের অপর দিকের ‘উসকানিদাতা’দের যেভাবে দায়ী করা হয়, তেমনটি গুরুত্ব দেওয়া হয়নি নিজস্ব মাঠের জাতিগত টানাপোড়েনের ঐতিহাসিক উপাদানগুলোর দিকে। জাতিগত ঘৃণার পাশাপাশি প্রায় সর্বত্র আছে কোনো না কোনো ধরনের আর্থিক বঞ্চনাবোধও। মণিপুরে মেইতেইদের চেয়ে কুকিরা যে অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধায় বঞ্চিত ছিল, সেটা ভারতে সবাই যেন ২০২৩-এর মের পরই কেবল জানতে পারল। অথচ এটা গোপন ব্যাপার ছিল না।

এ রকম বিবিধ উদাসীনতার কারণেই এসব জায়গার এথনো-পলিটিকসের চূড়ান্ত সমাধান হয়নি। মাঝেমধ্যেই তুষের আগুনে কেরোসিন পড়ার মতো সেগুলো দপ করে জ্বলে ওঠে। তখনই আসতে শুরু করে অস্ত্রের চোরাচালান। সেসব অস্ত্রের খরচ জোগাতে প্রসার ঘটে মাদকের উৎপাদন ও বিপণন। মিয়ানমারের সঙ্গে থাকা থাই-লাওস সীমান্ত বহুকাল থেকে অস্ত্র কারবারিদের এক স্বর্গরাজ্য। এখন হয়েছে মণিপুর-চীন সীমান্ত। অর্থের জোগান থাকলে এসব জায়গা থেকে যেকোনো জনপদে যেকোনো পরিমাণ অস্ত্র পৌঁছে দিতেই প্রস্তুত অনেক ‘ব্যবসায়ী’।

আবার অনেক এলাকায় সশস্ত্রতা সাত থেকে আট দশক পুরোনো হওয়ায় অস্ত্র তৈরির একধরনের লোকজ-বিদ্যাও বেশ রপ্ত হয়েছে। সেটা এখন ড্রোন-বিদ্যা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

বিভিন্ন দেশের সরকারি স্থাপনা লুটপাটের সূত্রেও গেরিলা সংগঠনগুলো নিয়মিত বড় অঙ্কে অস্ত্র পায়। গত বছর মে মাসে মণিপুরে দাঙ্গা শুরুর প্রথম মাসে সরকারি বিভিন্ন বাহিনীর স্থাপনা থেকে কয়েক হাজার অস্ত্র লুট হয়েছে। ডেকান হেরাল্ড এই সংখ্যা চার হাজার বলে দাবি করেছে। এর মধ্যে গ্রেনেড লাঞ্চার থেকে শুরু করে একে-৪৭ পর্যন্ত অনেক কিছুই ছিল। আরাকানে সম্প্রতি পিছু হটতে থাকা ‘টাটমা-ড’র অনেক উন্নত অস্ত্র পেল অ-রাখাইন গেরিলারা। যার কিছু অংশ বেচাবিক্রির সূত্রে আশপাশের অঞ্চলেও ঢুকছে বলে শঙ্কা করছেন সমরবিশারদেরা।

বাংলাদেশে খোদ ঢাকায় গত জুলাই আন্দোলনের শেষ দিকে অনেক অস্ত্র খোয়া যাওয়ার প্রতিবেদন দেখা গেছে সংবাদপত্রে। সরকারি সংস্থাগুলো এখন সেসব অস্ত্র উদ্ধারে মরিয়া চেষ্টায় আছে। দৈনিক ইত্তেফাক ৮ সেপ্টেম্বর এখনো উদ্ধার না হওয়া অস্ত্রের সংখ্যা দুই হাজার বলে উল্লেখ করেছে। একই দিন ইন্ডিপেনডেন্ট টিভির সংবাদে জানা যায়, আন্দোলনকালে লুট হওয়া অস্ত্রে পিস্তলই ছিল ৮০০টি।

মণিপুরে এ রকম লুটের ঘটনা এত যে ছোট সংখ্যার বাহিনী দিয়ে সেখানে গেরিলা খুঁজতে যাওয়া যাচ্ছে না। অ্যামবুশ করে বাহিনী সদস্যদের থেকে গেরিলারা সেসব নিয়ে নিচ্ছে।

যেভাবে নিরবচ্ছিন্ন অস্ত্র সরবরাহ

উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সমতলীয়দের শাসন কায়েম হলেও মাঠপর্যায়ে গভীর অরণ্যে নিত্যদিন সেই শাসন কায়েম রাখা দুরূহ। ফলে এই অঞ্চলে অধিকাংশ গেরিলা দল সাবলীলভাবেই নিজেদের রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা কায়েম রাখতে পেরেছে। ওদিকে সমতলীয় যাঁরা বড় বড় ব্যবসা করতে যান, তাঁদেরও ‘কর’ দিয়েই রফা করতে হয়। এসব অর্থের একটা অংশ যায় অস্ত্র তৈরি ও ক্রয় খাতে। মাদক থেকে পাওয়া অর্থের বাইরে এ রকম চাঁদা সমরাস্ত্র ক্রয়ে বড় সহায়তা দেয়।

মণিপুরে কুকি এলাকাগুলোতে পপির বিপুল আবাদ হতো। উখরুলে সম্প্রতি এ রকম বড় এক পপি অঞ্চল ধ্বংস করল ভারতীয় বাহিনী। সীমান্তসংলগ্ন এই এলাকায় হাজার হাজার একরে পপি আবাদ হয়। যেহেতু রাষ্ট্র কর্মসংস্থান দিতে পারছে না, ফলে এ রকম কাজের ভালো বিকল্পও নেই। দীর্ঘকাল ভারত-মিয়ানমার চুক্তি ছিল, সীমান্তের ১০ কিলোর মধ্যে ওখানকার মানুষজন ভিসা ছাড়া বর্ডার-পাস দিয়ে চলাফেরা করতে পারত। এ-ও মাদক ও অস্ত্রের কারবারকে সহজ করেছে।

মাদক অর্থনীতির জন্য মিয়ানমারের শানও খুব কুখ্যাত এলাকা। তবে এখন সেখানে প্রযুক্তিনির্ভর সিনথেটিক ড্রাগ উৎপাদনের বিস্তার ঘটেছে বেশি। গেরিলারা এই ‘শিল্পে’ নিরাপত্তা দেয় নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে। তবে মিয়ানমারে এসব কাজে আন্তর্জাতিক হইচই হওয়ায় মাদক কারবারের খানিকটা মণিপুরের দিকে ঢুকে গেছে। এসবে যুক্ত কুকি ও মেইতেইরা কৌশল করে মাদকের প্রসেসিং ইউনিটগুলো রেখেছে পাহাড় সন্নিহিত মুসলমানদের এলাকায়। সেই জন্য ড্রাগবিরোধী অভিযানগুলোতে মুসলমানদের অধিক সংখ্যায় গ্রেপ্তার দেখে অনেকের পক্ষেই প্রকৃত ঘটনা বুঝতে ধাঁধায় পড়তে হয়।

মণিপুরের মাদক অর্থনীতির আকার এত বড় যে, সেও আরেক ধাঁধা। আল-জাজিরার প্রতিবেদক এ বছর ১৬ এপ্রিল মণিপুরের কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে লিখেছে, ২০২০ থেকে পরবর্তী আড়াই বছরে ২০ বিলিয়ন রুপি সমমূল্যের মাদক আটক হয় মণিপুরে। নিশ্চিতভাবেই আটক না করতে পারা মাদকের দাম এর চেয়ে বহুগুণ বেশি। যেখানে জনসংখ্যা ৩০ লাখও নয়, সেখানকার পাহাড়ি এলাকায় এ রকম একটা বিশাল অর্থনীতি বিস্ময়কর।

তবে গেরিলা অর্থের পুরো জোগান এভাবেই হয় না। ‘বিদেশি’ সহায়তাও লাগে এবং নানান সূত্রে মেলেও সেটা। প্রত্যেক ‘জাতি’র প্রবাসীরা নিয়মিত তাঁদের পছন্দের সংগঠনকে কিছু চাঁদা দেন। এর বাইরে বহির্বিশ্বের ধর্মীয় সংস্থাগুলোও এসব অঞ্চলে নিজ নিজ ধর্মের মানুষদের সহায়তা দেয়। সেই সহায়তার একটা অংশ নানা পথ হয়ে গেরিলা নেতাদের কাছেও যায়। আর বিশেষভাবে আছে বিদেশি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহায়তা। এটা নিয়মিত নয়। ভূরাজনৈতিক উত্থান-পতনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠন বড় আয়তনে এ রকম অর্থ ও অস্ত্র সহায়তা পেয়েছে। অস্ত্র চোরাচালানে ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক সহজ হয় ভূরাজনৈতিক সহায়তায়। নাগা হিল থেকে কাচিন হিলের প্রত্যন্ত এলাকায় অতীতে এই সূত্রেই প্রধানত উন্নত অস্ত্রপাতি ঢুকেছে। মিয়ানমারের শানদের অস্ত্রভান্ডার দেখলে অনেক দেশের সশস্ত্র বাহিনীই চমকে যাবে। যদি প্রশ্ন করা হয়, এসব অস্ত্র তারা কোথায় পেল, তাহলে উত্তর খুঁজতে হবে পাশের এলাকার চীনাদের কাছে। একইভাবে অতীতে নাগা ও লুসাই পাহাড়ে দিল্লির প্রতিপক্ষদের সহায়তা গিয়েছে। রাঙামাটিতে ঢুকেছিল ঢাকার প্রতিপক্ষদের ‘উপহার’। এ অঞ্চলের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলো গেরিলা উপদলগুলোর একটিকে দমনের জন্য অপরটিকে নিজে থেকেও সহায়তা দেয়। মণিপুরে একসময় মেইতেইদের দমন করতে গিয়ে কুকিদের কিছু গেরিলা ধারাকে সহায়তা দেওয়া হয়েছিল। এখন হচ্ছে উল্টোটা, কুকিদের কোণঠাসা করতে নাগাদের প্রতি সরকার সহানুভূতি দেখাচ্ছে। যখনই কোনো গ্রুপ এ রকম সহায়তা পায়, তখনই তারা চট করে অস্ত্রভান্ডার বাড়িয়ে নেয়। মানব পাচারও গেরিলা অর্থের এক বড় উৎস। তবে এতে বিভিন্ন দেশের সীমান্তরক্ষীরাও বড় অঙ্কে আয় করছে। এতে রক্ষীদের সঙ্গে গেরিলা দলগুলোর আয়রোজগারের যে সম্পর্ক হয়, সেটা অস্ত্র চোরাচালানকে সহজ করে দেয়।

আলতাফ পারভেজ দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ে গবেষক

সৌ: প্র: আ:

সংখ্যালঘুদের জন্য চাই সমান অধিকার ও সুরক্ষা

তফসিলি জাতি ও আদিবাসীদের মতো এট্রোসিটিস্ আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাও

পাশারুল আলম

ভারত, একটি বহুজাতিক, বহু ধর্মীয় এবং বহু সংস্কৃতির দেশ হিসাবে পরিচিত। সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য সমানাধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি থাকলেও, দেশের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সংখ্যালঘুরা প্রায়শই বৈষম্যের শিকার হয়। ভারতীয় আদিবাসীদের জন্য প্রণীত এট্রোসিটিস্ আইন (The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989) একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা তাদের প্রতি হওয়া অত্যাচার ও বৈষম্য প্রতিরোধে কাজ করে। এই প্রেক্ষাপটে, দেশের মুসলিম, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্যও সম অধিকার এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অনুরূপ আইন প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে।

আদিবাসীদের জন্য এট্রোসিটিস্ আইন: একটি সফল পদক্ষেপ:

ভারতে আদিবাসী এবং দলিতদের উপর শতাব্দীকাল ধরে চলা অত্যাচার, সামাজিক বৈষম্য, এবং নিপীড়নের প্রেক্ষাপটে এট্রোসিটিস্ আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এই আইনটি বিশেষভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ গুলোকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে। এতে আইনি সুরক্ষার পাশাপাশি, আর্থিক ও সামাজিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও রয়েছে, যা আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রেক্ষাপট:-

ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিম, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠী বহু ক্ষেত্রেই বৈষম্য, সহিংসতা এবং সামাজিক নিপীড়নের শিকার হয়। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়, যাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে সামাজিক ও ধর্মীয় উস্কানি দিয়ে বিদ্বেষমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ও বিভিন্ন এলাকায় ধর্মান্তরিত করণের মিথ্যা অভিযোগে আক্রমণের শিকার হন। সংখ্যালঘুদের প্রতি এই ধরনের আচরণ জাতীয় ঐক্য ও শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ। যদিও ভারতীয় সংবিধান সকল নাগরিকের সমানাধিকার সুনিশ্চিত করেছে, কিন্তু বাস্তবে এই অধিকার গুলি অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয়।

সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা:

এট্রোসিটিস্ আইনের মতো সংখ্যালঘুদের জন্যও একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন সময়ের দাবি। এটি তাদের প্রতি হওয়া বৈষম্য, সহিংসতা, এবং সামাজিক অবিচার প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। এ ধরনের আইন:

১. সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে: মুসলিম, খ্রিস্টান সহ অন্যান্য সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ, নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার পাওয়ার পথ সুগম হবে।

২. সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখবে: ধর্মীয় এবং সামাজিক উস্কানির কারণে সৃষ্ট সহিংসতার ঘটনা কমবে, যা জাতীয় সংহতি ও শান্তি রক্ষায় সহায়ক হবে।

৩. অপরাধীদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবে: সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান থাকলে অপরাধীরা এমন কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হবে।

৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন: সংখ্যালঘুদের পুনর্বাসন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যও এই আইনে ব্যবস্থা থাকতে পারে, যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে সহায়ক হবে।

চ্যালেঞ্জ ও প্রতিরোধ:-

তবে, এ ধরনের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। সমাজের কিছু অংশে এর বিরোধিতা হতে পারে, যেখানে এটি একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদান হিসেবে দেখা হবে। এছাড়া, রাজনৈতিক বিরোধিতা এবং আইনের অপব্যবহারের আশঙ্কাও রয়েছে। তবে, যথাযথ আইনি কাঠামো ও নজরদারি ব্যবস্থা রেখে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব।

উপসংহার:

ভারতের বৈচিত্র্যময় সমাজের ঐক্য ও শান্তি বজায় রাখার জন্য সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসীদের জন্য যেমন এট্রোসিটিস্ আইন একটি সুরক্ষা প্রদান করে, তেমনি মুসলিম, খ্রিস্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্যও অনুরূপ আইনি সুরক্ষা প্রয়োজন। এই ধরনের আইন প্রণয়ন করা হলে, সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা রোধ করা সম্ভব হবে এবং ভারত তার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আরও শক্তিশালী করতে পারবে।

এই দাবির স্বপক্ষে সমস্ত দলের সাংসদদের নিকট আবেদন করুন।

লেখক উত্তর দিনাজপুরের বিশিষ্ট সমাজকর্মী

প্রথম নজর

সুতি-১ ব্লকের সেরা স্কুলগুলিকে সম্মাননা প্রদান করা হল

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি ১ এর ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে ও ব্লকের একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে সাফল্য স্বীকৃতি সম্মাননা ২০২৪ প্রদান করা হলো। বিদ্যালয় গুলো হলো সুতি ১ ব্লকের বহুতালি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং আহিরনের টিওরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, বংশবাটির অজগর পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, নুরপুরের চক সহিদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাদিকপুরের সাদিকপুর প্রাথমিক, বহুতালির কাদোয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হারোয়ার কুসুমগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে এ বছরের জন্যে এই সম্মাননা দেওয়া হলো। বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষা ও সামাজিক মানোন্নয়নের জন্য উৎসাহ দিতে বার্ষিক এই অনুষ্ঠান জাগৃতি সুতি ১ চক্রে এবছর সপ্তমবর্ষে পড়লো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমগ্র শিক্ষা মিশনের অতিরিক্ত জেলা প্রকল্প আধিকারিক তৌসনাথ বিশ্বাস মহাশয় ও সুতি ১ ব্লক যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সন্দীপ মজুমদার, সুতি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি ও শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ। এই চক্রের বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সারা বছর ধরে। এর মধ্যে সকল প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য এফ.এল.এন এর ট্রেনিং আয়োজন করা হয়েছিলো। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে স্মার্ট ক্লাসরুম চালু করা হয়েছে। এই চক্রের সমস্ত বিদ্যালয়কে শতাধিক গাছ বিতরন করা হয়। চক্রের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয় এদের মধ্যে দুজনের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় মরণোত্তর সম্মান। এই চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জেলা ও রাজ্যস্তরীয় স্তরে সফল প্রতিযোগী নেহা দাস, সৌভিক দাস ও ত্রিসানজিত রায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তাদের হাতে ক্রীড়া সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। চক্রস্তরীয় ছাত্র ছাত্রীদের হাতে তৈরি মডেল এক্সিবিশনের জন্য তিনটি বিদ্যালয়কেও পুরস্কৃত করা হয় ২৭ গোঠা প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০ আলুয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সাদিকপুর হাইস্কুলকে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্লকের প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র ছাত্রী দেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিশেষ অবদানের জন্য ৪৯ ঘোড়াপাখিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত দাস মহাশয়কে সেরা শিক্ষক সম্মান প্রদান করা হয়।

মাটিতে পুঁতে দেওয়ার হুঁশিয়ারি বিধায়কের

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: ফের বিস্ফোরক বক্তব্য রাখলেন মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী।বন্ধ্যু সিপিএম,বিজেপি, কংগ্রেস কটাক্ষ করে আব্দুল রহিম বক্সি বলেন ভাঙ্গন কবলতে এলাকায় সাধারণ মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে ফালতু মিছিল করলে মাটির নিচে পুঁতে দেওয়ার হুশিয়ারি দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি।এছাড়াও হুঁশিয়ারি দেন জেলা সভাপতি আগামী দিনে কেন্দ্র সরকারের ভাঙ্গন কবলিত এলাকা নিয়ে যদি কোন ব্যবস্থা না নাই আগামী দিনে জি এম কে সাথে নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা ভাঙ্গন কবলে যে এলাকায় ঝাঁপ দিয়ে ঐতিহাসিক নজির গড়বে বলে হুশিয়ারি দেন।ফারাক্কা ব্যারাজ এর দুই দিকে ১৪০ কিলো মিটার পর্যন্ত গঙ্গা নদীর ভাঙন রোধ ও নদী ভাঙ্গনের ফলে ক্ষতি গ্রস্তদের পুনর্বাসন ও ক্ষতি পূরণের দাবীতে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস ডাকে পি টি এস মোড়ে গণআন্দোলন ও বিক্ষোভ মিছিল শেষ দিনে।ফের বিস্ফোরক বক্তব্য রাখলেন মালদা জেলা তৃণমূল সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। এবারে তিনি ভাঙন ইস্যুতে একযোগে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী সিপিআইএম, কংগ্রেস ও বিজেপিকে। এবং সেই সঙ্গে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্টের আধিকারিককে। তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন ফরাক্কায় দলের বিক্ষোভ সমাবেশ মঞ্চে।

জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল

সমীর দাস ● নয়া দিল্লি

আপনজন: অবশেষে জামিন পেলেন অরবিন্দ কেজরিবাল। সিবিআই-এর দায়ের করা দিল্লির আবগারি নীতি 'কেলেঙ্কারি' মামলায় শুক্রবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে জামিন দিল বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি উজ্জল ভূঁইয়ার বেঞ্চ। গত ৫ সেপ্টেম্বর এই মামলার রায় সংরক্ষিত রেখেছিল আদালত। তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ এবং সিবিআই-এর দায়ের করা দুর্নীতির মামলায় তাঁর গ্রেফতারিকে চ্যালেঞ্জ করে দুটি পৃথক পিটিশন দায়ের করেছিলেন কেজরীবাল। এদিন তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করলেও, অরবিন্দ কেজরিবালের গ্রেফতারিকে বৈধ বলেই মানল সুপ্রিম কোর্ট। যেহেতু, এই মামলায় বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময় ধরে চলবে, তাই আপ প্রধানের জামিন মঞ্জুর করল আদালত। কেজরিবাল জামিনে জেলের বাইরে এলে তথ্য-প্রমাণ নষ্ট হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এই আশঙ্কাকে গুরুত্বই দিল না সুপ্রিম কোর্ট। গত ৫ আগস্ট সিবিআই-এর দায়ের করা এই মামলায়, মুখ্যমন্ত্রীর জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল দিল্লি হাইকোর্ট। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেজরিবাল। ২৬ জুন তাকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই।

বনাধিকার আইন মেনে গ্রামসভা গঠনের দাবি আদিবাসীদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বনাধিকার আইন অনুযায়ী গ্রামে গ্রামে গ্রাম সভা গঠনের দাবী তুলে খাতড়া মহকুমা শাসকের দপ্তরের আছড়ে পড়ল হাজার হাজার আদিবাসী মানুষের বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের দপ্তরের ঢুকতে না দেওয়ায় খাতড়া রানীবাঁধ রাজ্য সড়ক জুড়ে বসে পড়ল বিক্ষোভকারীরা। ২০০৬ সালের বনাধিকার আইন অনুযায়ী আদিবাসী প্রধান এলাকাগুলিতে গ্রামে গ্রামে গ্রামসভা গঠন করার দাবীতে আদিবাসী বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বাঁকুড়ার খাতড়ায়। শুক্রবার দুপুরের পর ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল ও আদিবাসী একতা মঞ্চর যৌথ ডাকে জেলার জঙ্গলমহলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আদিবাসীরা জমায়েত করে খাতড়ায় মিছিল করে মহকুমা শাসকের দপ্তরে যান। মহকুমাশাসকের দপ্তরের সামনে পুলিশ আদিবাসীদের মিছিল আটকালে বাঁকুড়া রানীবাঁধ রাজ্য সড়ক অবরোধ করে রাস্তায় বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা। ২০০৬ সালে দেশে বনাধিকার আইন স্বীকৃতি লাভ করে। এই আইন অনুযায়ী আদিবাসীদের জল, জমি ও জঙ্গলের অধিকার দেওয়ার পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে গ্রামসভা গঠনের কথা বলা হয়। আদিবাসীদের দাবী দেশের অধিকাংশ রাজ্যেই এই আইন অনুযায়ী আদিবাসীদের জল জমি ও জঙ্গলের অধিকার দেওয়ার পাশাপাশি গ্রামসভা গঠনের কাজ হয়েছে। শুধুমাত্র এই রাজ্যেই ওই আইন অনুযায়ী কাজ হয়নি। ফলে বহু ক্ষেত্রে যেমন জল জমি ও জঙ্গলের অধিকার থেকে আদিবাসীরা বঞ্চিত হচ্ছেন তেমনই প্রশাসনিকভাবে গ্রামগুলিতে গ্রাম সভা গঠনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। অবিলম্বে গ্রাম সভা গঠন ও জল, জঙ্গল ও জমির অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে আজ খাতড়ার মহকুমা শাসকের দপ্তরের বিক্ষোভের ডাক দেয় ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল ও আদিবাসী একতা মঞ্চ।

শিক্ষকের অভাবে ধুঁকছে স্কুল, প্রতিবাদে রাস্তায় পড়ুয়ারা

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● নলহাটি

আপনজন: শিক্ষকের অভাবে লাটে উঠেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন। এবার নিজেদের মৌলিক শিক্ষার অধিকার আদায়ের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করলো একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়ারা। ঘটনাটি নলহাটি চামটি বাগান এলাকার ইন্দ্রোভাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। শুক্রবার বেলা ১২ টা নাগাদ খুদে পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবক হাতে প্ল্যা কার্ড নিয়ে নলহাটি চামটি বাগান মোড়ের ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর বিদ্যালয়ে শিক্ষক চেয়ে বিক্ষোভ দেখান।তাদের দাবি ইন্দ্রাভাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচটি শ্রেণীকক্ষে ৮৫ জন পড়ুয়া। সেখানে শিক্ষকের সংখ্যা কেবলমাত্র একজন। যার ফলে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা লাটে উঠেছে।এ ব্যাপারে প্রশাসনকে বারবার জানা সত্ত্বেও কোন সুরাহা হয়নি। এদিন তারা স্কুল চলার মত নতুন করে অন্তত দুটি শিক্ষক চেয়ে প্রায় ঘন্টা খানেক জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। পরে নলহাটি থানার পুলিশ বিক্ষোভকারীদের অবরোধ তুলে দেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা অনিতা সিংহ বলেন, ডেপুটেশনে কেবল একজন শিক্ষক দেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন রকম কাজ থাকে। সেক্ষেত্রে দু'জন শিক্ষকের পক্ষে নিয়মিত ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমার বয়স হয়েছে শরীর খারাপ থাকলেও স্কুলে আসতে হয়।তবে এ ব্যাপারে বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের জেলা সভাপতি প্রলয় নায়ক জানান ওই স্কুলে দু'জন শিক্ষক আছেন। আগে তিন জন ছিলেন। দুজন প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতির জেরে এখন এক জন আছেন। একজন শিক্ষককে ডেপুটেশনে দেওয়া হয়েছে। সেখানে আরো একজন শিক্ষক হলে ভালো হয়। নতুন শিক্ষক নিয়োগ হলেই সেখানে দেওয়া হবে বলে তিনি জানান।

বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য রামপুরহাটে

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: এ যেন বোমা উদ্ধার অব্যাহত।ফের বোমা উদ্ধার ঘিরে বীরভূমের রামপুরহাট এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা যায়।বিবরণে জানা যায়, রামপুরহাট থানার বোনহাট পঞ্চায়েতের কালিকাপুর গ্রামের বাইপাস রাস্তার ধারে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে এক জার তাজা বোমা উদ্ধার হয়।জারের মধ্যে প্রায় আট থেকে নটি তাজা বোমা রয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। বোমা উদ্ধারকৃত জায়গার তথা বাড়ির মালিককে ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন পুলিশ। যদিও বাড়িটি বর্তমানে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। সেখানে কোন মানুষ বসবাস বা ব্যবহার করত না বলে জানান স্থানীয়রা। উক্ত বাড়িতে একটি জার দেখতে পাই এবং তা দেখে এলাকার মানুষের মধ্যে কৌতূহল দেখা দেয় যারপরনাই স্থানীয় রামপুরহাট থানায় খবর দেওয়া হয় গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে। পুলিশ খবর পাওয়া মাত্র তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছে গিয়ে সন্দেহজনক জায়গাটিকে ঘিরে রাখে। রামপুরহাট থানার পুলিশের পক্ষ থেকে বোম্ব স্কোয়ার্ডকে খবর দেওয়া হয়। পরে বম্ব স্কোয়াড বিভাগ থেকে এসে বোমা নিষ্ক্রিয় করে।

খাদেমুল হুজ্জাজের হজ সচেতনতা শিবির মালদার কালিয়াচক এলাকায়

নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক

আপনজন: অল বাংলা খাদিমুল হুজ্জাজ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর উদ্যোগে গোটা রাজ্যজুড়ে চলছে আগামী ২০২৫ সালের হজের সচেতনতা শিবির। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্য হজের কোটা ২০ হাজার তবে তা কখনো পূরণ করা যায়নি। তাই এবারে অল বাংলা খাদেমুল হুজ্জাজ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান খলিলুর রহমানের নির্দেশ মত গোটা রাজ্যজুড়ে হজের সচেতনতা শুরু করা হয়। এদিন শুক্রবার মালদার কালিয়াচক এলাকার যদুপুর নয়াগ্রাম জামে মসজিদ, জালালপুর স্ট্যান্ড জামে মসজিদ, সুজাপুর জামে মসজিদে নামাজ শেষে মুসল্লীদের নিয়ে হজের সচেতনতার বার্তা এবং মসজিদের ইমাম ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে হজ সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনায় বলা হয় তারাও যেন সামর্থ্য লোকেদের হজে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন। অল বাংলা খাদেমুল হুজ্জাজ ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এর সম্পাদক মুফতি মজিবর রহমান এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন, কোষাধ্যক্ষ খলিল মল্লিক, মৌলানা আতিয়ার রহমান, সৈয়দ নাজরুল ইসলাম, মুহাম্মদ সাইফুল আলম প্রমুখ। এছাড়াও তাদের এই সচেতনতার কর্মসূচি বিভিন্ন জেলায় জেলায় কয়েক সপ্তাহ ধরে চলবে। হজের সচেতনতা নিয়ে মুফতি মজিবর রহমান বলেন, আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যে হজের কোটা হচ্ছে ২০ হাজার। গত বছরে ৫ হাজার ৬০০ র মতো করতে পেরেছিলাম এবছরে প্রায় সাড়ে তিন চার হাজারের মত হয়েছে। এই কোটা যদি আমরা সম্পূর্ণ করতে না পারি তো সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা লজ্জার ব্যাপার এবং কোনো একসময় হয়ত আমাদের এই কোটা থেকে কোটার সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে আমরা হজে যাব মনে করলেও সে-বছরই হজে যেতে পারব না। সেই কোটা টা বজায় রাখতে সর্বোপরি ভারতবর্ষের এই পশ্চিমবঙ্গের ২০ হাজার মানুষের হজ করার অকাত আছে তা আমরা জানি। কিন্তু বিভিন্ন গাফিলতির কারনে এবং ঠিক সময় তারা খবর না পাওয়ার কারণে ঠিক হজের জন্য তারা প্রস্তুতি নিতে পারে না সেইজন্য আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে সচেতন করছি যাতে মানুষ হজের জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারেন। তাই আমরা এটাই বলার যাদের সামর্থ্য আছে তারা অবশ্যই হজ করার জন্য এগিয়ে আসুন এবং হজের কোটা যাতে আমরা পূরণ করে বাংলার মান মর্যাদা রক্ষা করতে পারি।

ন্যায়বিচারের দাবিতে উস্তির ঘোলায় সরব হলেন নওশাদ

বাইজিদ মণ্ডল ● উস্তি

আপনজন: আর জি কাণ্ডের ন্যায়বিচার সহ হরিয়ানায় পরিযায়ী শ্রমিক সাবির মল্লিককে গণপিটুনিতে হত্যা ও সিদ্দিক হালদারের পুলিশী অত্যাচারে মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং প্রিয়াঙ্কা হাঁসদার খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আইএসএফের উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উস্তি থানার ঘোলা মোড় থেকে এক বিশাল মিছিল বের হয়। এই মিছিলের পুরোভাগে পা মিলিয়ে ছিলেন দলের চেয়ারম্যান তথা ভাঙরের বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। এই প্রতিবাদ মিছিল থেকে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্য পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগের শ্লোগান ওঠে। এই বিশাল মিছিলে এলাকার প্রচুর সংখ্যক মহিলাও যোগদান করেন। স্থানীয় সূত্রে আইএসএফ দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হয়। এই মিছিল চলাকালীন বাণেশ্বরপুরে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের মদতে তারা এই মিছিলের ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিরোধের মুখে তারা পালিয়ে যায়। মিছিল শেষে আইএসএফ নেতৃবৃন্দ রা ভাষণ দেন। এখানে নওসাদ সিদ্দিকী আর জি কর কাণ্ডের বিচার চেয়ে যে দৃঢ়তার সঙ্গে নাগরিক সমাজ প্রতিদিন রাস্তায় নামছেন তার জন্য সকলকে অভিনন্দন জানান। তিনি শাসক তৃণমূল কংগ্রেসকে হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেন, ভয় দেখিয়ে মানুষকে আর ঘরের মধ্যে আটকে রাখা যাবে না। আর জি কর কাণ্ডের পর একের পর এক দুর্নীতি যেভাবে উম্মোচন হচ্ছে তাতে এটা প্রমানিত যে শাসক দল এগুলির সাথে জড়িত। তিনি আরও বলেন, গতকাল নবান্নে জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকও লাইভ স্ট্রিম না করার অজুহাতে ভেস্তে গেল। বৈঠকে তো জুনিয়ার ডাক্তাররা তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলতেন। সেটা লাইভ স্ট্রিম করতে শাসকদলের এত আপত্তি কি হল? এমনিতে তো প্রশাসনিক বৈঠকগুলিও মাননীয়া লাইভ সম্প্রচার করেন, বোঝা যাচ্ছে সরকার সমস্যা মেটাতে আন্তরিক নয়। আই,এস,এফ মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কমিটির উদ্যোগে এদিনের এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিবাদ মিছিলে এছাড়াও ভাষণ দেন আইএসএফ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সভাপতি আবদুল মালেক মোল্লা, সহ সভাপতি সাহাদাত শাহ, আজিজ আল হাসান প্রমুখ।

শিশুদের সুরক্ষার জন্য সচেতনতা শিবির

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: পোষান মাহ্‌ পৌষ্টিক সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হলো কুমারগঞ্জ ব্লকের রামকৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সুলানটা পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ফোর্সেস'-এর সহায়তায় এই শিবিরটির আয়োজন করে 'নবদিশা রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি'। মা ও শিশুর পুষ্টির সার্বিক বিকাশ ও শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় পোষণ মাহ্‌ ২০২৪ শিবিরে এলাকার প্রায় ৫০ জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এই শিবিরের মূল লক্ষ্য অপুষ্টি মোকাবিলা করা এবং উন্নত পুষ্টি ও স্বাস্থ্য অনুশীলনের প্রচার করা। পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, খাদ্যাভ্যাসের উন্নতি এবং শিশু, কিশোরী, গর্ভবতী মহিলা এবং স্তন্যদানকারী মা সহ দুর্বল গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করায় এই শিবিরের মূল লক্ষ্য। এই শিবিরে মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য সুরজ দাশ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষেবা কর্তৃপক্ষের আইনি পার্শ্বসেবক সারজিন খাতুন, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আরজিনা বিবি সহ আরো অনেকে। নবদিশা রুরাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সম্পাদক রেজাউল মন্ডল বলেন, 'শিশুদের পৌষ্টিক বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য এই সচেতন শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।'

মালিপাঁচঘড়ায় বোমা ফেটে বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার মালিপাঁচঘড়ায় বোমা জাতীয় কিছু ফেটে বিস্ফোরণের ঘটনায় এক মহিলা সহ ২ জন জখম হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার সকালে। পুলিশ জানিয়েছে, আহতদের চিকিৎসার জন্য ঘুসুড়ির টি এল জয়সোয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা দুজনেই সাফাই কর্মী বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বন্ধ কারখানার সামনে আবর্জনা তোলার সময় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের উদ্ধা র করে নিয়ে যাওয়া হয় জয়সোয়াল হাসপাতালে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। আবর্জনায় বোমা রাখা ছিল বলে সন্দেহ পুলিশের। পুলিশ জানিয়েছে, কি ফেটে এই ঘটনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। আহতদের হাসপাতালে আনা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সামাজিক কর্মসূচীতে 'মৈত্রেয়ী'

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: মেয়েদের উচ্চবিদ্যালয় ও স্কুদে পড়ুয়াদের সুস্বাস্থ্য ও তাদের স্কুলের পরিবেশ সুরক্ষায় ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে সমাজসেবী সংস্থা 'মৈত্রেয়ী'। সামাজিক একাধিক কাজে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বেশ কিছু শিল্প সংস্থাও। এদের মধ্যে অন্যতম হল একটি বহুজাতিক কোম্পানি এয়ার ওয়াটার ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। এদের যৌথ উদ্যোগে খুব অল্প দিনের মধ্যেই বেশ কিছু সামাজিক কর্মসূচী পালিত হয়েছে। সাধারণত দেখা যায় বিদ্যালয়ে শৌচাগার সঠিক না থাকার কারণে ছাত্রীরা বার বার অসুস্থ হয়ে পড়ে। বড় মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যায় শৌচাগারের অপ্রতুলতায় মেয়েরা বিশেষ সময় স্কুলে আসতে চায় না ফলে স্কুলে মেয়েদের উপস্থিতি ক্রমাগত হ্রাস পায়। স্কুলে সুস্থপরিবেশ তৈরী করে সেখানে শৌচাগার ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পুরস্কৃত হচ্ছেন উদার আকাশের ফারুক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর সোমবার ২০২৪ তিনটে থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত কলকাতার নলিনী গুহ সভা হলে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হবে ২০২৪ সালের আন্তর্জাতিক আমার ভারত পত্রিকার উম্মোচন ও গুণিজন সংবর্ধনা। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও আন্তর্জাতিক আমার ভারত পত্রিকা বাঙালি বিশ্বকোষ এবং সহযোগী আশা ফাউন্ডেশন এদের যৌথ উদ্যোগে ভারত এবং বাংলাদেশ-সহ বিভিন্ন প্রান্তের ১০০ জন কবি সাহিত্যিক শিল্পী দানশীল ব্যক্তিত্বকে সম্মানিত করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠান মঞ্চে বিশ্বে এই প্রথম একটি বিশেষ নামে পুরস্কৃত হবেন উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ। বাঙালি জাতির জাতীয় কবি, বিশ্বকবি কাজী নজরুল ইসলাম নামীয় পুরস্কার অনুষ্ঠানে হাজির থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আব্দুল করিম শিশু সাহিত্যিক মুখ্য ব্যবস্থাপক 'বাঙালি বিশ্বকোষ'।

ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে সরব আব্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ গতমাসে সংসদে পেশ করার পর নানান আপত্তি ওঠায় যৌথ সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির কাছে নিজস্ব মতামত পাঠাবার শেষ তারিখ ছিল ১৩ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আজ শুক্রবার। ইতিমধ্যে এই সংবিধান বিরোধী বিল বাতিল করার জন্য ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাতুল জামাতের কর্ণধার পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী জেপিসি চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়েছেন। তাঁর নির্দেশে শুক্রবার ফুরফুরা শরীফে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ইমেইল করার জন্য একটি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। সেখানে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো রক্ষা করতে এই বিল বাতিল করার জন্য প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। তাঁরা এই বিল বাতিল করার আবেদন জানিয়ে ইমেইল করেছেন। সংগঠনের সদস্যরা এই বিষয়ে তাদের সহযোগিতা করেন।

মৎস্যজীবীদের হয়রানির প্রতিবাদে সভা

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: বনদপ্তর বেআইনিভাবে মৎস্যজীবীদের হয়রানি করছে। নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের বেআইনি ভাবে নৌকা আটক করছে। নৌকায় থাকা মাছ জাল দড়ি ও মেশিন চালিত নৌকার তেল আটক জোরপূর্বক তুলে নিচ্ছে এবং তাদের কেস দিয়ে তাদের নৌকা বাজেয়াপ্ত করছে। তারই প্রতিবাদে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নলগোড়া বনদপ্তর অফিসের সামনে শতাধিক নৌকা নিয়ে মৎস্যজীবীরা বিক্ষোভ দেখায়। সঙ্গে আরজি করের বিচার চাই পোস্টার ও ছিল। মৎস্যজীবীদের দাবি আরজি করের দোষীদের শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে বন দপ্তর কর্মীদের শাস্তি চাচ্ছেন তারা। এমনকি বনদপ্তরের সামনে তালা বন্ধ গেটের সামনে বিক্ষোভ করেন মৎস্যজীবীরা।

রোনাল্ডোর অনুসারী এখন ১০০ কোটি, বিশ্বে তিনিই প্রথম

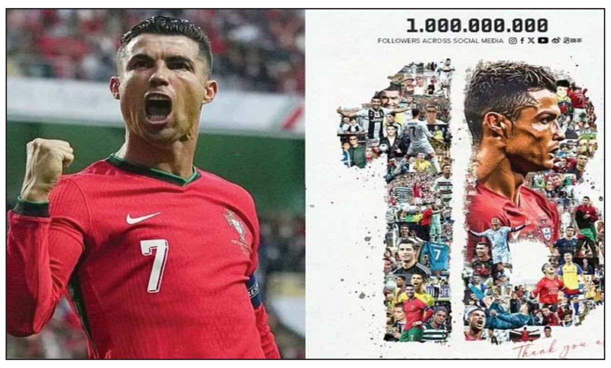

আপনজন ডেস্ক: ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো আর রেকর্ড যেন সমার্থক। এই তো কদিন আগেই ৯০০ গোলের কীর্তি গড়েছেন রোনাল্ডো। এবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও গড়লেন বিশ্ব রেকর্ড। বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ১ বিলিয়ন বা ১০০ কোটি অনুসারীর মাইলফলক স্পর্শ করেছেন পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই ফুটবলার।

গত রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই আনন্দের সংবাদ নিজেই জানিয়েছেন রোনাল্ডো। ইংরেজিতে 1B আকৃতির মধ্যে তাঁর বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের অনেকগুলো মুহূর্তের ছবি বসিয়েছেন তিনি; যার শিরোনাম দিয়েছেন–১০০ কোটির স্বপ্ন, একটি যাত্রা।

পোস্টে রোনাল্ডো লিখেছেন, 'আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি–১ বিলিয়ন (১০০ কোটি) অনুসারী! এটি শুধু একটি সংখ্যার চেয়েও বেশি–এটি আমাদের ভাগাভাগি করে নেওয়া আবেগ, উদ্যম, খেলার প্রতি ভালোবাসা এবং এর বাইরেও আরও অনেক কিছুর প্রমাণ।'

৩৯ বছর বয়সী এই পর্তুগিজ তারকা তাঁর উৎসেও ফিরে গেছেন, 'মাদেইরার রাস্তা থেকে শুরু করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মঞ্চ পর্যন্ত, আমি সব সময় আমার পরিবার এবং আপনাদের (সমর্থকদের) জন্য খেলেছি এবং এখন আমরা ১০০ কোটি মানুষ একত্র হয়েছি।' সমর্থকদের ধন্যবাদ জানিয়ে রোনাল্ডো আরও লিখেছেন, 'আমার এ যাত্রাপথের প্রতিটি পদক্ষেপে, সব উত্থান-পতনে আপনারা আমার সঙ্গী হয়েছেন। এই যাত্রা আমাদের যাত্রা এবং আমরা একসঙ্গে দেখিয়েছি যে আমরা যা অর্জন করতে পারি, তার কোনো সীমা নেই। আমার ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য, সমর্থনের জন্য এবং আমার জীবনের অংশ হওয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সেরাটা আসতে এখনো বাকি। আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যাব, জিতব এবং ইতিহাস সৃষ্টি করতে থাকব।'

রোনাল্ডোর পোস্টে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোর লোগো দেখে বোঝা গেল, বর্তমানে তিনি ছয়টি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অনুসারী ইনস্টাগ্রামে ৬৩ কোটি ৯০ লাখ, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮ শতাংশ।

দুইয়ে আছে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক। এই প্ল্যাটফর্মে তাঁর অনুসারী সংখ্যা ১৭ কোটি ৫ লাখ। এক্সে (সাবেক টুইটার) ১১ কোটি ৩০ লাখ।

রোনাল্ডো তাঁর ইউটিউব চ্যানেল 'ইউআর ক্রিস্টিয়ানো' প্রকাশ্যে এনেছেন তিন সপ্তাহ হলো। সেই চ্যানেলেও সাবস্ক্রাইবার বেড়েছে 'বিদ্যুৎগতি'তে। ভিডিও শেয়ারিংয়ের এই প্ল্যাটফর্মে অল্প সময়েই তাঁর সাবস্ক্রাইবার হয়েছে ৬ কোটি ৬ লাখ।

এ ছাড়া চীনের মালিকানাধীন দুটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেন রোনাল্ডো। একটি কোয়াইশু, অন্যটি ওয়েইবো। কোয়াইশুতে তাঁর অনুসারী সংখ্যা ৯৪ লাখ, ওয়েইবোতে ৭৫ লাখ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুসারী সংখ্যায় রোনাল্ডো শীর্ষে আছেন অনেক দিন ধরেই। দুইয়ে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের সংগীতশিল্পী সেলেনা গোমেজের সঙ্গে তাঁর অনুসারী সংখ্যার ব্যবধান এবার আরও বেড়ে গেল। বর্তমানে সেলেনার অনুসারী রোনাল্ডোর চেয়ে ২৯ কোটি ১৮ লাখ কম। শীর্ষ পাঁচের অন্য তিনজনও সংগীতশিল্পী। যথাক্রমে তিনে, চারে ও পাঁচে আছেন জাস্টিন বিবার, টেলর সুইফট ও আরিয়ানা গ্রান্ডে।

বিরাটের প্রত্যাবর্তন, ভাঙতে পারে শচীনের রেকর্ড

মারুফা খাতুন

আপনজন: ১৯শে সেপ্টেম্বর চেন্নাই-এ শুরু হতে যাওয়া বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে নয় মাসের বিরতির পর টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করতে প্রস্তুত বিরাট কোহলি 'দ্য কিং'। শচীন টেন্ডুলকরের দীর্ঘদিনের রেকর্ড ছাপিয়ে যেতে কোহলি মাত্র ৫৮ রান পিছিয়ে। এই বছরের শুরুতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে অনুপস্থিত ছিলেন কোহলি। ভারত যখন ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে বাংলাদেশের বিপক্ষে খেলবে, বিরাট কোহলির লক্ষ্য থাকবে ইতিহাস গড়ার। লক্ষ্য সবসময় মাছের চোখের ন্যায় হওয়া উচিত। প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক নয় মাসের অনুপস্থিতির পর লাল বলের ক্রিকেট খেলতে ফিরে আসবেন। তিনি এই বছরের শুরুতে ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ মিস করেন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বহুল প্রত্যাশিত সিরিজের আগে যেখানে রোহিত শর্মার দল পাঁচটি ম্যাচে খেলবে সেখানে ব্যস্ত হোম মৌসুমে ভারত, বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড এর বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে। এর আগে দুবার দ্বিতীয় স্থানে থাকা প্রতিযোগী এখন তাদের তৃতীয় টানা ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করার সুযোগ পেয়েছে জানুয়ারি থেকে বিরতির পর টেস্ট ক্রিকেটে ফিরছেন কোহলি। বেশ কয়েকটি রেকর্ড ভাঙার পথে তিনি। ৩৫ বছর বয়সে এই ক্রিকেটার একটি উল্লেখযোগ্য বিশ্ব রেকর্ডের কাছাকাছি রয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ২৭০০০ রান ছুঁতে আরো ৫৮ রান প্রয়োজন, তখন তিনি শচীন টেন্ডুলকরের রেকর্ডকেও ছাড়িয়ে যাবেন দ্রুততম মাইলফলকে পৌঁছানোর জন্য। কোহলি এই মাইলফলক অর্জনের জন্য ইতিহাসের চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে শচীন তেন্ডুলকর, কুমার সাঙ্গাকারা এবং রিকি পন্টিং এর সাথে যোগ দিতে চলেছেন। আরও একটি বিষয় যেটি না বললেই নয় সেটি হল কোহলি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৬০০০ রান থেকে ২৬০০০ রানের মাইল ফলক অর্জনেরও দ্রুততম। কোহলি-ও সুনীল গাভাস্কার, শচীন ও রাহুল দ্রাবিড়ের সাথে চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে ৯০০০ রান টেস্ট ক্রিকেটে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মাত্র ১৫২ রান দূরে। কোহলি ২১ শতাব্দীতে অভিষেক এবং এই কৃতিত্ব অর্জনকারী উদ্বোধনী ভারতীয় খেলোয়াড় হয়ে উঠবেন যদিও তিনি মাইল ফলক ছুঁতে ধীর হবেন। কোহলি যদি সিরিজে তার প্রাথমিক উপস্থিতিতে প্রয়োজনীয় রান করেন তাহলে তিনি সুনীল গাভাস্কারের করা রেকর্ডটি বেঁধে ফেলবেন যিনি ১৯২ ইনিংসে এটি অর্জন করেছিলেন। কোহলি এখনো পর্যন্ত ১৯১ টেস্ট ক্রিকেট ইনিংসে অংশ নিয়েছেন।

আনোয়ার জট অব্যাহত, শনিবার ফের শুনানি

আপনজন ডেস্ক: আনোয়ার আলি ইস্যুতে ফের নাটকীয় মোড়! সাম্প্রতিককালে ময়দানের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। ভারতীয় দলের তারকা ডিফেন্ডারকে নিয়ে দড়ি টানাটানি চলছেই। জট কেটেও কাটছে না। আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আনোয়ার কোন দলের ফুটবলার তা নির্দিষ্ট করে বলা মুসকিল। শুক্রবার দিল্লি আদালতের মন্তব্যে এমনটাই অন্তত বলা যেতে পারে। ফেডারেশনের প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটির রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি আদালতে মামলা করে ইস্টবেঙ্গল। একই সঙ্গে আনোয়ার আলি এবং দিল্লি ফুটবল ক্লাবের তরফ থেকেও মামলা দায়ের করা হয়। কয়েকদিন আগেই ফেডারেশনের প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটি আনোয়ার আলিকে চার মাসের নির্বাসনে পাঠায়। একই সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল আর দিল্লি এফসিকে ২ উইন্ডো ট্রান্সফার ব্যান করে। এমনকি জরিমানাও করা হয় ইস্টবেঙ্গলকে। ১২.৯ কোটি টাকা জরিমানা করা হয় তিন পক্ষকেই। আর ওই টাকার দাবিদার মোহনবাগান।

ফেডারেশনের প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটির রায়কে চ্যালেঞ্জ করেই দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করে ইস্টবেঙ্গল, দিল্লি এফসি আর আনোয়ার আলি। শুক্রবারের শুনানির দিকে নজর ছিল ফুটবলপ্রেমীদের। ইস্টবেঙ্গল, ফেডারেশন আর মোহনবাগানের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার পর দিল্লি আদালত শনিবার ফের শুনানির দিন ধার্য করে।

ফেডারেশনের প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটির রায়ে অ্যাপিল করার জায়গা কেন দেওয়া হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ইস্টবেঙ্গলের আইনজীবী। ফেডারেশনের আইনজীবীর তরফ থেকে তখন বলা হয়, এআইএফএফের আইন অনুযায়ী ১০ দিনের মধ্যে অ্যাপিল করার সুযোগ দেওয়া হবে। আদালতের বিচারপতি তত্ক্ষণাত নির্দেশ দেন, ভারতের অনুযায়ী এখন থেকেই ইস্টেঙ্গলকে অ্যাপিল করার সুযোগ দিতে হবে। এই ক্ষেত্রে ফেডারেশনের নিজস্ব আইন খাটবে না। এমনকি প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটির রায়কেও খারিজ করে দেয় দিল্লি আদালত। এই সুযোগেই মোহনবাগানের আইনজীবী পাল্টা সওয়াল করেন। আনোয়ারকে ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য মোহনবাগানকে নির্দেশ দিয়েছিল প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটি। পিএসসির এই রায়কেও খারিজ করার আবেদন জানায় মোহনবাগান। বিচারপতি ততক্ষণাৎ প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটির সেই রায়কেও খারিজ করে দেন। এতেই বিষয়টা আরও জটিল হয়ে দাঁড়ায়। শনিবার আরেক দফার শুনানি। এই মুহূর্তের জন্য আনোয়ার আলির ভাগ্য ফের সুতোয় ঝুলছে। শনিবার দিল্লি আদালতের রায়ের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ফেডারেশনের প্লেয়ারস স্ট্যাটাস কমিটির এনওসি দেওয়ার রায়কে আদালত খারিজ করে দেওয়ায় বরং আরও চাপ বাড়ল ইস্টবেঙ্গলের।

বাংলাদেশ সিরিজের আগে ভারত দলের রুদ্ধদ্বার অনুশীলন

আপনজন ডেস্ক: একটা সিরিজ অনেক কিছুই বদলে দিয়েছে। পাকিস্তানের মাটিতে পাকিস্তানকেই ধবলধোলাই বাংলাদেশ দলের আত্মবিশ্বাসই শুধু বাড়ায়নি, নিঃসন্দেহে ভারতেরও সমীহ আদায় করেছে। সর্বশেষ ভারত সফরের দুই টেস্টেই ইনিংস ব্যবধানে হেরেছিল বাংলাদেশ। এরপরও নাজমুল হোসেনদের বিপক্ষে পূর্ণ শক্তির দল ঘোষণা করেছে ভারত। ১৯ সেপ্টেম্বর চেন্নাইয়ে শুরু হতে যাওয়া প্রথম টেস্টকে সামনে রেখে রুদ্ধদ্বার

অনুশীলন করছে দলটি। যেখানে যোগ দিয়েছেন বিরাট কোহলি থেকে যশপ্রীত বুমরাদের সবাই। চেন্নাইয়ে হওয়া এই অনুশীলন ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন নতুন বোলিং কোচ মরনে মরকেলও। ১৬ সদস্যের দলের দুই ক্রিকেটার সরফরাজ খান ও যশ দয়াল অবশ্য অনুশীলন ক্যাম্পে নেই। দুজনেই খেলছেন দুলীপ ট্রফির দ্বিতীয় রাউন্ডে। অনেক দিক বিবেচনাতেই এই অনুশীলন ক্যাম্প ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে এই সংস্করণের ক্রিকেটে ফিরবে ভারত। দলটি সর্বশেষ টেস্ট খেলেছে চলতি বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। এরপর অন্য দুই সংস্করণের ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও টেস্ট খেলেনি ভারত।

দুই যুগ পর এমন দৃশ্য দেখল ক্রিকেট

কোনও বল গড়ানো ছাড়াই পরিত্যক্ত কিউই-আফগান টেস্ট

আপনজন ডেস্ক: নিজেদের মাঠের বাইরে টেস্ট আয়োজনের বিপত্তি দেখলো আফগানিস্তান। ভারতের গ্রেটার নয়ডায় টেস্টের ৫ দিনই ভেসে গেল বৃষ্টিতে। ফলে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে আফগানদের একমাত্র টেস্ট পরিত্যক্ত হলো। টেস্টে ১টি বলও না গড়ানোর এমন ঘটনা দীর্ঘ ২৬ বছরে আর ঘটেনি। আর এশিয়ার মাটিতে এমন ঘটনা ঘটলো প্রথমবার।

আগের চার দিনের মতো গ্রেটার নয়ডায় বৃষ্টি বাগড়া দিয়েছে শুক্রবারও। এতে যা ঘটার, তাই ঘটেছে। টস ছাড়াই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে আফগানিস্তান-নিউজিল্যান্ড সিরিজের একমাত্র টেস্ট। দুই দলের মুখোমুখি হওয়া প্রথম টেস্ট এভাবে পণ্ড হয়ে যাওয়ায় দুই যুগের বেশি পুরোনো এক স্মৃতি ফিরল টেস্ট ক্রিকেটে। সর্বশেষ ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বরে নিউজিল্যান্ড-ভারতের ডানেডিন টেস্ট বৃষ্টির কারণে তৃতীয় দিনেই সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এবার আফগানিস্তান-নিউজিল্যান্ড টেস্ট বড় রেকর্ডটা গড়েছে এশিয়ায়। ১৯৩৩ সালে এশিয়ায় টেস্ট খেলা শুরুর পর বৃষ্টির কারণে গোটা ম্যাচই পরিত্যক্ত হলো এই প্রথম। এ নিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে যুদ্ধ বা মহামারি বাদে গোটা ম্যাচ পরিত্যক্ত হলো অষ্টমবার। এর মধ্যে তিনবারই দুই দলের একটি ছিল নিউজিল্যান্ড।

নিরাপত্তার কারণে আফগানিস্তান দল তাদের 'হোম সিরিজ' খেলে থাকে দেশের বাইরে। যে কারণে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের ভেন্যু করা হয় ভারতের গ্রেটার নয়ডা স্পোর্টস কমপ্লেক্সকে। ভারতে বর্ষা মৌসুম চলায় কয়েক সপ্তাহ ধরেই প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় স্টেডিয়ামের দুর্বল পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা।

আফগানদের কোচ জোনাথন ট্রট নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট না খেলতে না পারার হতাশায় বলেন, 'বছরের এই সময়ে টেস্ট খেলা একটু জটিল। তবে খেলতে না পারায় আমরা হতাশ, বিশেষ করে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে।'

মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবে: রিকেলমে

আপনজন ডেস্ক: ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত করে কোনো কিছু জানাননি লিওনেল মেসি। বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনো অনেক সময় বাকি বলেই বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, খেলাটা অনেক কঠিন। বয়স এবং শারীরিক অবস্থার ওপরও বিষয়টি নির্ভর করছে বলে জানান মেসি। অর্থাৎ ফিট থাকলে খেলতেও পারেন তিনি। বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী দ্বিধায় থাকলেও তার একসময়কার সতীর্থের মনে অবশ্য সন্দেহ নেই। মেসি খেলবেন বলে জানিয়েছেন হুয়ান রোমান রিকেলমে।

মেসি-রিকেলমে শুধু জাতীয় দলের সতীর্থ নন, বার্সেলোনাতেও ছিলেন।

সঙ্গে ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আর্জেন্টিনাকে সোনাও এনে দিয়েছেন তারা। আবার রিকেলমের অবসরের পরেই ১০ নম্বর জার্সির মালিক হয়েছেন 'এলএম টেন'। তাই দুজনের চেনাজানার গভীরতা বেশ দৃঢ়। সম্পর্কের সেই বন্ধন থেকেই রিকেলমে জানিয়েছেন, পরের বিশ্বকাপে মেসি খেলবেন।

আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসিকে আর্জেন্টিনার সাবেক অধিনায়ক বলেছেন, 'সে পরের বিশ্বকাপে খেলবে এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তাকে খেলতেই হবে। এর জন্য আমরা সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করব।'

২০২৬ বিশ্বকাপের সময় মেসির বয়স হবে ৩৯ বছর। ৩৭ বছর বয়সী মেসি এখনই বেশ চোটে ভুগছেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা বৃদ্ধি পাওয়ার শঙ্কাই বেশি। সর্বশেষ কোপা আমেরিকার ফাইনালের পর থেকেই যেমন চোটে ভুগছেন।

আমার ব্যালন ডি'অর জয়ের কোনও সম্ভাবনা নেই: ইয়ামাল

আপনজন ডেস্ক: কে জিতবেন এবারের ব্যালন ডি'অর–এমন প্রশ্ন ফুটবল বিশ্বে চলছে পুরস্কারটির জন্য ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা ঘোষণার পর থেকেই। রদ্রি, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, জুড বেলিংহাম, আর্লিং হলান্ড...এঁদের নাম ঘুরেফিরে বেশি আসছে। কেউ কেউ এর বাইরেও যাচ্ছেন। এই যেমন তরুণ লামিনে ইয়ামাল বা নিকো উইলিয়ামসদের কথাও বলছেন অনেকে।

কিন্তু বার্সেলোনার স্প্যানিশ তারকা ইয়ামাল ব্যালন ডি'অর জয়ে নিজের কোনো সম্ভাবনাই দেখছেন না। নিজের প্রথম টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ইয়ামাল ব্যালন ডি'অর নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হন। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল–৩০ জনের তালিকায় তো আছেন, আপনার এবারের ব্যালন ডি'অর জয়ের কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, 'আমরা নিকোর সঙ্গে তালিকায় আছি। প্রথমে তার নাম এসেছে, পরে আমার। আমার ব্যালন ডি'অর জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই।

ডায়মন্ড লিগে উচ্চ প্রত্যাশা নীরজ চোপড়ার দিকে

আপনজন ডেস্ক: আসন্ন তারকা খচিত ডায়মন্ড লীগের সিজন ফাইনালে জ্যাভলিন তারকা নীরজ চোপড়া উচ্চ প্রত্যাশা পূরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যখন স্টিপলচেজার অবিনাশ সাবলে এটিকে তার হতাশাজনক অলিম্পিক সাফল্যকে মুক্ত করার সুযোগ হিসেবে দেখছেন।

অলিম্পিকে ১১ তম স্থানে আসার পর ৩০০০ মিটার স্টিপলচেজে জাতীয় রেকর্ডধারী সাবলে শুক্রবার ডায়মন্ড লিগের সিজন ফাইনালে আত্মপ্রকাশ করবেন। টোকিও গেমসে ঐতিহাসিক সোনার পর, প্যারিসে তার অলিম্পিক পদক তালিকায় রৌপ্য যোগ করা নীরজ শনিবার তার মরসুমের উচ্চতায় শেষ করার লক্ষ্যে থাকবেন। ৭ জুলাই ডায়মন্ড লিগের প্যারিস পর্বে, ২৯ বছর বয়সি সাবলে তার আগের চিহ্নের উন্নতি করে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করে। বিপরীতে নীরজ ১৪ পয়েন্ট নিয়ে স্ট্যান্ডিংয়ে চতুর্থ স্থানে এসে ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে একটি স্থান করেছেন। ডায়মন্ড লিগের সিজন ফাইনালে পুরস্কার মূল্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা।

ফুটবল ফাইনাল ম্যাচের সূচনা মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যানের

রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া

আপনজন ডেস্ক: মুর্শিদাবাদ জেলায় এই প্রথম হরিহরপাড়া চক্রের কচিকাচাদের নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার মেগা ফাইনাল খেলা হল। শুক্রবার বিকেলে গোল পোস্টে কিক মেরে ফাইনাল খেলার সূচনা করেন মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান আশীষ মার্জিত।

মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া চক্রের উদ্যোগে ছয় দলীয় অঞ্চল ভিত্তিক নক আউট ফুটবল প্রতিযোগিতা। হরিহরপাড়া অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের করন ও শিক্ষক-শিক্ষিকা সমন্বয় কমিটির পরিচালনায় গত সোমবার হরিহরপাড়া ব্লকের স্বরুপপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ছয় দলীয় অঞ্চল ভিত্তিক নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা করা হয়। শুক্রবার বিকেলে মেগা ফাইনাল খেলায় মুখোমুখি হয় চোয়া অঞ্চল ও মালোপাড়া অঞ্চলের খুদে পড়ুয়ারা । ফাইনাল খেলার আগেই শিক্ষকদের মধ্যে চলে প্রীতি ম্যাচ। এদিনের এই খেলায় ট্রাই বেকারে জয়ী হয় মালোপাড়া অঞ্চল। আর খেলা দেখতে ভিড় জমান এলাকার খেলা প্রেমী মানুষেরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক আশীষ মার্জিত । হরিহরপাড়া অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী, হরিহরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মীর আলমগীর, বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আহাতাবউদ্দিন সেখ, পঞ্চায়েত সমিতির দলনেতা জয়নাল আবেদিন, হরিহরপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম কুমার দাস, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ বিশিষ্টজনেরা।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**